CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 January 2022 ■ আগরতলা ২৮ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১৪ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুধবার প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য আসাম রাইফেলস ময়দানে প্যারেড পরিদর্শন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

চাকরী কেলেঙ্কারির জেরে বিহারে ক্ষোভের আগুনে পুড়ল রেল, পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত মন্ত্রকের

বন্ধ ডাকল বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন, আন্দোলন থামাতে বাড়াবাড়ির দায়ে ছয় পুলিশ সাসপেন্ড

পটনা/নয়াদিল্লী, ২৭ জানুয়ারি।। রেলের পরীক্ষার ফলাফলে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন অব্যাহত। অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য রেলমন্ত্রকের গঠিত কমিটি মানতে নারাজ আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীরা। এই ইস্যুতে আগামীকাল শুক্রবার বিহার বনধের ডাক দিয়েছে ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য ছাত্র যুব সংগঠন।

আইসা-র সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক সন্দীপ সৌরভ-সহ ছাত্র যুব নেতারা এক প্রেস বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, ওই কমিটি গঠন আই ওয়াশ ছাড়া কিছু নয়। উত্তরপ্রদেশের ভোটের আগে বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়ার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। ছাত্র যুব নেতারা বলেন, 'এই কমিটি আমরা মানি না। অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।'

এদিকে বুধবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। তাঁদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযোগ জানানোর জন্য চাকরিপ্রার্থীদের তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছে রেলমন্ত্রক। সংশ্লিষ্ট কমিটিকে ৪ মার্চের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ওইদিন সকালে রেলমন্ত্রক রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওই পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছে।

প্রসঙ্গত, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগরির গ্রুপ ডি কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষার ফলে অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিহার। তিন ধরে অবরোধ, ভাঙচুর, বিক্ষোভ চলেছে। সীতামাঢ়ি, মুজাফফরপুর, নওয়াদা, বিহারশরিফ, আরা, বক্সার এবং ভবুয়ায় চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনে দীর্ঘক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ট্রেন পরিষেবা। বিক্ষোভের আঁচ পড়ে পাটনা, সমস্তিপুর ও ছাপড়াতেও। তিনদিন ধরে এই পরিস্থিতি চলার পর বুধবার নড়েচড়ে বসে রেল মন্ত্রক।

রেলের পরীক্ষার ফলাফলে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে বিহার , উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভ অব্যাহত। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশের দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের নাম প্রদীপ যাদব ও মুকেশ যাদব। এছাড়াও ১০০০ অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৩ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এর মধ্যেই আন্দোলন দমনের নামে পুলিসের বিরুদ্ধেও বাড়াবাড়ির অভিযোগ উঠেছে। ছয় পুলিসকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এলাহাবাদের একটি হস্টেলে ঢুকে তাণ্ডব চালায় স্থানীয় সূত্রের খবর, গত ২৫ জানুয়ারি এলাহাবাদ স্টেশনে একদল ছাত্র বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিক্ষোভ তুলতে এলে পুলিসের সঙ্গে ছাত্রদের খণ্ডযুদ্ধ চলে। পুলিসকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। পুলিসও পালটা লাঠি চালায়।

এরপরেই একদল পুলিসকর্মী কাছের একটি হস্টেলে গিয়ে ভাংচুরের চেষ্টা করে। আবাসিকদের মারধর করা হয়। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দরজা ভাঙার চেষ্টা করা হয়। ওই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এলাহাবাদের সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অজয় কুমার জানান, ওই ভিডিয়োর ভিত্তিতেই ছয় জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ওই ঘটনার তীব্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু পুলিশ কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। গাড়ি মেরামত করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো আমবাসা পুলিশ এমটি সেকশনে। আমবাসার জওহর নগরে ধলাই পুলিশ প্রশাসনের এমটি সেকশনে একটি গাড়ি মেরামতির কাজ চলছিল।

জানা যায় ধলাই জেলা পুলিশে কর্মরত এসপিও সুকেশ মালাকার ধলাই জেলা পুলিশ প্রশাসনের একটি গাড়ি মেরামত করছিলেন। গাড়ির নিচে ঢুকে যখন মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন তখনই গাড়িতে লাগানো জ্যাক হঠাৎ স্লিপ করার ফলে গাড়ির চাকা সুকেশের বুকের উপর পড়ে যায়। যার ফলে প্রচন্ড বুকে আঘাত পায় সুকেশ। সঙ্গে সঙ্গে সুকেশকে নিয়ে যাওয়া হয় ধলাই জেলা হাসপাতালে। সেখানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে সুকেশ। জানা গেছে, এসপিও সুকেশ মালাকারের বাড়ি কমলপুর মহকুমার হালহালি এলাকার চল্লিশ ফুটি এলাকায়। এ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে সহকর্মীদের মধ্যে।

শীঘ্রই নতুন দল গঠন করছেন এমনই আভাস দিলেন সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। এখনো বিজেপি বিধায়ক হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। তবে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়বেন না, সেই ঘোষণা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন তিনি। সেই লক্ষ্য থেকেই ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে হাজির হলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। হয়তো নতুন দলের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়েই সংগ্রামের ঝাঁজ বাড়াবেন তিনি।

কৌশলে সেই বার্তাই দিয়েছেন তিনি, এমনটা ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে করা হচ্ছে। হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে যাওয়া এবং জাতপাত ও ধর্মের নামে রাজনীতির উর্ধে উঠার প্রসঙ্গ সবকিছুই টেনে এনেছেন সুদীপ রায় বর্মণ। এখানেই থেমে থাকেননি, আগামীদিনে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অর্থলোভী এবং কমিশন বাণিজ্যের পান্ডাদের থেকে ত্রিপুরাকে বাঁচানোর অঙ্গীকার নিয়েছেন তিনি। ডাক দিয়েছেন, নির্ভয়ে এগিয়ে চলার

শপথ নেওয়া হোক। সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি, ত্রিপুরাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবেন তাঁরা। রাজ্য জুড়ে চষে বেড়ানোর মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের সাথে বিজেপির দুরত্ব অনেক দিন ধরেই ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি তিনি রাখঢাক না করেই ঘোষণা দিলেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়বেন না। তবে, এখনই বিজেপির বিধায়ক পদ ছাড়ছেন না। এরই মধ্যে সুদীপ বাবু সারা ত্রিপুরা ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ট বিধায়ক আশীষ কুমার সাহাকে নিয়ে তিনি ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত সফর করবেন, এখন অব্দি পরিস্থিতি দেখে এমনটাই মনে হচ্ছে। এরই মধ্যে গতকাল গভীর রাতে সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তিতে রাজ্যবাসীর সাথে মনের ভেতরে জমে থাকে কিছু কথা ভাগ করে নিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে ৫০ বছর পূর্তি যথেষ্ট সম্মানের ও আবেগের। এরই মধ্যে ফেলে আসা হয়েছে কয়েকশ বছরের ঐতিহ্য ও ইতিহাস। তিনি রাজন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুটির ডিকি থেকে ১.২০ লক্ষ টাকা নিয়ে পালাল চোর ৮০ হাজার টাকা সহ ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের ব্যানার্জি পাড়া এলাকায় একটি স্কুটির ডিকিতে রাখা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি টাকার এখনো কোন হদিস পাওয়া যায়নি। আটক ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম মিয়া।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এক ব্যবসায়ী তার দোকান থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি যান। টাকা তার স্কুটির ডিকিতে রাখা ছিল। বাড়ির সামনে স্কুটিতে টাকা রেখে তিনি ক্ষণিকের জন্য বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে টাকা নিয়ে চম্পট দেয় চোর। বাড়ি থেকে ফিরে এসে ওই ব্যবসায়ী লক্ষ করেন স্কুটির ডিকি খোলা এবং সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পুলিশকে জানান তিনি। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে পার্শবর্তী বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোরকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সে অনুযায়ী তল্লাশি চালিয়ে গতকাল রাতে অভিযুক্ত ইব্রাহিম মিয়াকে ৮০ হাজার টাকাসহ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। আটক ইব্রাহিম মিয়া চুরির দায় স্বীকার করেছে। তার বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য ভারত-মধ্য এশিয়া সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি।। আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের সকলের উদ্বেগ এবং উদ্দেশ্য একই। আফগানিস্তানের উন্নয়ন নিয়ে সবাই চিন্তিত। এই প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার ভারত-মধ্য এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কাজাখস্তান, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতিদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল ফর্ম্যাটে ভারত-মধ্য এশিয়া শীর্ষসম্মেলনের প্রথম বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তার উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ভারত এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ৩০টি ফলপ্রসূ বছর পূর্ণ করেছে। আমাদের সহযোগিতা গত তিন দশকে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। এখন সম্পর্ক সংকটময় পর্যায়ে।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারত ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে এই ধরনের বৈঠক এটিই প্রথম। শীর্ষ সম্মেলন মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের প্রতিফলন, যা ভারতের "বর্ধিত প্রতিবেশী"-র অংশ।

মন্ত্রকের মতে, প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে ভারত-মধ্য এশিয়া সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরীর দাবীতে হোমিওপ্যাথিক বেকার চিকিৎসকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। হোমিও প্যাথিক বেকার চিকিৎসকরা অবিলম্বে চাকুরীতে নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ৫ শতাধিক বেকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তার অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তার কাছে দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে তাদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।

আন্দোলনকারী বেকার হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক জানিয়েছেন, ২০১৮ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে কোন হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়নি। ৩৮ টি পদ রয়েছে বলে দপ্তর এর তরফ থেকে জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত শূন্য পদে নিয়োগ করা হয়নি।

নতুন পদ সৃষ্টি করে অবিলম্বে বেকার হোমিও প্যাথিক চিকিৎসকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। অবিলম্বে হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক দের নিয়োগের ব্যবস্থা করা না হলে তারা ধরনা আন্দোলনসহ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

রাজ্যে করোনার নমুনা পরীক্ষা কমতেই নামল সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু চারজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ছুটির কারণে করোনার নমুনা পরীক্ষা অনেকটাই কম হয়েছে। তাই, করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটা কমেছে। তবে, সংক্রমণের হার সামান্য বেড়েছে। তেমনি, বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ফলে, করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে দুশ্চিন্তা থেকে আপাতত মুক্তি মিলবে বলে মনে হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৫০৭ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২০৬৮ জনকে নিয়ে মোট ২৫৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৩৪ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৭০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ২০৪ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা কম হওয়ায় সংক্রমিতের সংখ্যাও কমেছে। তাই দৈনিক সংক্রমণের হারও সামান্য বেড়ে হয়েছে ৭.৯২ শতাংশ। গতকাল ৫২৬১ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩৯১ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৭.৪৩ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছিল ২ জনের।

এদিকে, সুস্থতা অনেকটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮১৯ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭১০৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৯৪৯৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯১৪৩৬ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.২৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯১.৯৬ শতাংশ। এদিকে ০.৮৯ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় চার জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৮২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী সহ যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। চন্দ্রপুর এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে এসে এলাকাবাসীদের হাতে আটক হলো এক ব্যক্তি। সন্দেহজনকভাবে এক যুবককে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় লোকজন আটক করেন। আটক করে তার কাছ থেকে নেশাজাতীয় ট্যাবলেট এবং ইঞ্জেকশন উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, ওই যুবক বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছিল। স্থানীয় লোকজন বিষয়টির দিকে নজর রেখে চলছিলেন। নেশা সামগ্রীসহ আটক যুবককে গণধোলাই দেন এলাকাবাসী। তাকে চন্দ্রপুর এলাকায় আটকে রেখে পূর্ব থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকার জনগণ।

রাজ্যে নেফ্রলজি বিভাগ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। কিডনির বিভিন্ন সমস্যায় অসুস্থ রোগীদের যেন উন্নত চিকিৎসার জন্য আর বহির্রাজ্যে যেতে না হয় তারজন্য রাজ্যেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সম্পন্ন নেফ্রলজি বিভাগ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। বুধবার বাধারঘাট মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

বাধারঘাট মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

ডুকলি কমিউনিটি হলে এদিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় নিহত বিদ্যুৎকর্মী, ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেপ্তারের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৭শে জানুয়ারি।। বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীর। ঘটনা বুধবার দুপুর ১ঃ৩০ মিনিট নাগাদ। নিজ বাড়ি থেকে এসপি অফিসের সামনে দিয়ে বাইক নিয়ে আসার সময় বিশালগড় থেকে বিশ্রমগঞ্জ মুখী বোলারো গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় গাড়িটি।

দুর্ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা। নিহত বাইক চালককে নাম শান্তি দেববর্মা। বয়স পয়তাল্লিশ। বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মী ছিল বর্তমানে উনার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জের বিবেকানন্দ পল্লীতে। বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা এসপি অফিসের সামনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত শান্তি দেববর্মাকে

বিশ্রামগঞ্জ

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়।

তবে দুপুর দেড়টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটলেও এলাকার জনজাতি অংশের লোকেরা প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ থানায় এসে ১ঃ৩০ মিনিট থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখেন। সেই ফোটেজে গাড়িটিকে চিহ্নিত করার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ওই গাড়ির নাম্বার বুঝার মতো কোনো উপায় ছিল না। গাড়ির নাম্বার প্লেট টি ভাঙ্গা ছিল সেই কারণে চিনতে পারা যায় নি গাড়িটিকে শান্তি দেববর্মা মৃত্যুর খবর শুনে জনজাতি অংশের লোকেরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় ভিড় জমায়। বিশ্রামগঞ্জ থানার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে যখন ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করতে পারেননি মুহূর্তের মধ্যে থানা থেকে বেরিয়ে জনজাতি অংশের লোকজন রাস্তা অবরোধে বসেন।

ঘড়ির কাটায় তখন দুইটা বাজে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১১২ ▫ ২৮ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ১৪ মাঘ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মানুষের হাতে টাকার জোগান বাড়ানো দরকার

এবারের বাজেটে বড় চ্যালেঞ্জ দুঃস্থ অর্থনীতিকে দ্রুত চাঙ্গা করিবার চটজলদি সমাধান। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে মধ্যবিত্তকে আয়করের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনও পথ দেখা যাইতেছে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছে নিঃসন্দেহে এটি একটি কঠিন কাজ। কীভাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে টাকার জোগান বাড়ানো যাইবে, সেটা সুনিশ্চিত করাই বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় বাজেট কীরকম হতে পারে ও কীরকম হওয়া উচিত, তাহা নিয়া জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে উঠিয়াছে। বিভিন্ন মহল থেকে নানারকম পরামর্শ আসিতে শুরু করিয়াছে। তবে এবারের বাজেট করা নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছে একটি কঠিন কাজ। প্রত্যাশামতো কোভিড অতিমারী এখনও যায়নি। বারবার যেভাবে কোভিডের ঢেউ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাতে এখনও অর্থনীতির সামনে গভীর সংশয়। গত দুই'-বছর অতিমারীর ফলে দেশের অর্থনীতি একেবারে বিধ্বস্ত। ব্যবসায়ীদের টাকাপয়সাও নিঃশেষ। এই মুহূর্তে অর্থনীতিকে চাঙ্গা না করা গেলে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্ম নেবে। বেকারের সংখ্যা এতটাই বাড়িবে যে, তাহা কল্পনার অতীত। সামনেই উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যের ভোট। উত্তরপ্রদেশে এবার বিজেপির জোর টক্কর। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাজেটে কিছু চমক তৈরি করিবার দায়বদ্ধতা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর থাকিবেই।

অর্থনীতিকে দ্রুত চাঙ্গা করিতে গেলে চটজলদি মধ্যবিত্তকে আয়করের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়া ছাড়া 'বিকল্প' কোনও পথ দেখা যাইতেছে না। সংবাদমাধ্যমে অর্থনীতিবিদদের যেসব সাক্ষাৎকার প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে সিংহভাগ অর্থনীতিবিদ-ই কর ছাড়ের পক্ষে রায় দিতেছেন। মধ্যবিত্তকে আয়করে সুবিধা দিলে তাহারা খুব দ্রুত বাজারে আসিয়া বিভিন্নরকম পণ্যের চাহিদা বাড়াইতে পারে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ভোগব্যয়ের প্রবণতা বেশি হয়। তাহাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ আসিলে মুহূর্তে সেটি বাজারে চলিয়া আসে। অতিমারীর শুরু থেকেই এইভাবে চাহিদা সৃষ্টির পরামর্শ বহু অর্থনীতিবিদ সরকারকে দিয়া আসিতেছেন। বাজারে চাহিদা দ্রুত বাড়িলে একমাত্র ধুঁকিতে থাকা ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু সরকার এখনও পর্যন্ত চাহিদা বাড়ানোর বিভিন্ন দাবিগুলিতে বিশেষ কর্ণপাত করেনি। তবে, এবারের বাজেটে কর ছাড়ের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় থাকিতে পারে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলে জোরদার জল্পনা চলিতেছে। আয়ের উপর কর প্রায় ৪৩ শতাংশ। সেই আয়ে ছাড় দেওয়ার পক্ষে কেউ সওয়াল করিতেছে না। 'সুপার রিচ'-দের আয়করের ছাড়ে সামগ্রিক অর্থনীতির কোনও লাভও নাই। কারণ, বড়লোকরা উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে আসিলে তাহা সঞ্চয় করিবে। প্রস্তাব উঠিয়াছে 'সুপার রিচ'দের ছাড় দেওয়ার বদলে সরকার মধ্যবিত্তর আয়কর কাঠামোয় কিছু ছাড় দিক। কেউ কেউ বলিতেছেন, আয়করের নীচের স্ল্যাবটির ঊর্ধসীমা বাড়ানো হইতে পারে। কেউ কেউ বলিতেছে, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়াইয়া ১ লক্ষ টাকা করা হইতে পারে। কেউ কেউ বলিতেছে, ৮০সি ও ৮০ডি ধারায় এখন দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে ছাড় মিলে, তাহার ঊর্ধসীমা বাড়াইয়া ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হইতে পারে। জীবনবিমা, পিএফ, পিপিএফ ইত্যাদি খাতে সঞ্চয় করিয়া আরও ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করের আওতার বাইরে রাখা যেতে পারে। চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফান্ডে বছরে ৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় পর্যন্ত করের আওতার বাইরে আসিতে পারে বলিয়াও জল্পনা রহিয়াছে। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠিয়াছে, গৃহঋণের সুদের উপর যে কর ছাড়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা ৮০সি ধারার বাইরে আনা হোক। গৃহঋণের সুদের উপর ছাড় ৮০সি ধারার মধে থাকায় অনেকেই তাহার সুযোগ নিতে পারে না। গৃহঋণের সুদের ক্ষেত্রেও বছরে ২ লক্ষ টাকার একটি ঊর্ধসীমা রহিয়াছে। সেই ঊর্ধসীমা বাড়ানোর দাবিও উঠিয়াছে।

পাঁচ রাজ্যের ভোটের কথা মাথায় রাখিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অবশ্যই কিছু পরিকাঠামো প্রকল্পের কথা বাজেটে রাখিতে হইবে। সীতারমনকে ভোটের সুফলের দিকটিও মাথায় রাখিতে হইবে। মধ্যবিত্তর কর ছাড়ের সুবিধাও ভোটে ডিভিডেন্ড দেয়। ফলে এবারের বাজেটে আয়করের ক্ষেত্রে কিছু ছাড়ের কথা থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। তবে ভোটের স্বার্থের বিষয়টির চাইতেও বাজেটে গুরুত্ব পাক সামগ্রিক অর্থনীতি দ্রুত চাঙ্গা করিবার বিষয়টি। কীভাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে টাকার জোগান বাড়ানো যাইবে, সেটা সুনিশ্চিত করাই বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যুদ্ধবিরতিতে রাজি রাশিয়া-ইউক্রেন

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি(হি.স.): চলমান উত্তেজনার মধ্যে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। বুধবার প্যারিসে আট ঘণ্টা আলোচনার পর যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে দেশ দুটি। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মস্কো টাইমস।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলা চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। সেই উত্তেজনার মধ্যেই প্রথমবার দেশ দুটির প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসেন। আলোচনায় অংশ নেয় ফ্রান্স এবং জার্মানিও। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের প্রশংসা করে এক ফরাসি কূটনীতিক বলেছেন, এটা সবুজ সঙ্কেত। আট ঘণ্টার ওই আলোচনা কঠিন ছিল বলে জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রতিনিধি। দুই সপ্তাহ পর জার্মানির বার্লিনে আবারও আলোচনায় বসবে রাশিয়া ও ইউক্রেন। ইউক্রেন সীমান্তে হাজার হাজার সৈন্য পাঠিয়েছে রাশিয়া। যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদেশগুলোর দাবি, রাশিয়া আক্রমণ করে প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেন দখলে নেবে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অবস্থান জোরালো করে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো। তবে রাশিয়া বারবার এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

প্রযুক্তি বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা, সমুদ্রে ভেঙে পড়া এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান উদ্ধারে মরিয়া আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৭ জানুয়ারি(হি.স.): অত্যাধুনিক গোপন প্রযুক্তি হাতিয়ে নিতে পারে চিন। তাই সমুদ্রে ভেঙে পড়া এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান উদ্ধারে মরিয়া আমেরিকা। ভেঙে পড়ার পর আধুনিক যুদ্ধের অন্যতম সেরা হাতিয়ারটির খোঁজে অত্যন্ত দ্রুত অভিযান চালাচ্ছে মার্কিন ফৌজ।

দিনদুয়েক আগে দক্ষিণ চিন সাগরে রুটিন মহড়ার সময় ভেঙে পড়ে আমেরিকার একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। সমুদ্রে ভেঙে পড়ার পর এখনও বিমানটির খাঁচা উদ্ধার করতে পারেনি মার্কিন নৌসেনা। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, এফ-৩৫ বিমান বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ফাইটার জেট। রাডার থেকে শুরু করে বিমানটির 'ওয়েপনস কন্টোল সিস্টেম' প্রযুক্তি অত্যন্ত গোপনীয়। সেসব তথ্য পেতে সাত রাজার ধন দিতে রাজি চিন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলি। তাই দক্ষিণ চিন সাগরে ভেঙে পড়া মার্কিন বিমানটি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে বেজিং। সেই চেষ্টায় সক্ষম হলে 'রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর মাধ্যমে তেমনই বিমান তৈরি করে ফেলতে পারবে কমিউনিস্ট দেশটি। অর্থাৎ, বিমন্তীর যন্ত্রাংশ খুলে সেই ডিজাইন মতো নিজের হাতিয়ার তৈরি করতে পারে তারা। তাই ভেঙে পড়ার পর আধুনিক যুদ্ধের অন্যতম সেরা হাতিয়ারটির খোঁজে অত্যন্ত দ্রুত অভিযান চালাচ্ছে মার্কিন ফৌজ। উল্লেখ্য, এর আগে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন ফৌজ চলে আসার পর এক চাঞ্চল্যকর দাবি করেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, তড়িঘড়ি ও 'অপরিকল্পিত' ভাবে সেনা প্রত্যাহারের জেরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে কোটি কোটি ডলার মূল্যের অত্যাধুনিক হাতিয়ার ফেলে এসেছে মার্কিন ফৌজ। আর তালিবানের মদতে সেই হাতিয়ার তৈরির প্রযুক্তি চুরি করছে রাশিয়া ও চিন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপনকালে আমরা যেন ভুলে না যাই শহিদদের কথা

বরুণ দাস

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা আমাদের অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে। বিশেষ করে এপার-ওপার দু' পারের বাঙালিদের। কারণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ- মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে একটি অকথিত ইতিহাস। সেই অকথিত ইতিহাসের যন্ত্রণাদায়ক সাক্ষী বাঙালি। বিষয়টাকে ঠিক এমনভাবেইত্ত দেখেন দু'দেশের সিংহভাগ বিশিষ্টজন বুদ্ধিজীবী এবং আলোচকরা। কিন্তু শুধু বাঙালি বললে বোধহয় আংশিক বলা হয়। কেন আংশিক বলা হয়? অপ্রিয় শোনালেও বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা যাক। কারণ সেই. অকথিত ইতিহাসের যন্ত্রণাদায়ক সাক্ষীই শুধু নয়, অংশীদারও বটে অধিকাংশ হিন্দু বাঙালি। যাদের অনেকেই ভিটেমাটি, ধন-জান-ইজ্জত সর্বস্ব হারিয়ে ছিটিয়ে আছেন। তারা কোথায় এবং কীভাবে আছেন, তার কোনো সঠিক খোঁজ নেই আমাদের অনেকেরই কাছে। বিশেষ করে খাঁরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক "পাণ্ডিত্যপূর্ণর কথা লেখেন। কিম্বা সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এসব কথা আজকের প্রজন্ম বিশ্বাস করলেও প্রকৃত সত্য কিন্তু অজানা থেকেই যায়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন নিয়ে এপার ওপারের অনেকেই সংবাদমাধ্যমে অনেক কথা লিখছেন। যাঁরা ভাগ্যক্রমে ওই করুণ ইতিহাসের চরিত্র নন কিম্বা ইতিহাসের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না, তীরাও অনেক গালভরা কথা লিখছেন। প্রত্যক্ষ কিম্বা অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকেও যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য- প্রমাণাদি নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্ত নিয়ে লিখছেন, সেসব কথা ও কাহিনির মধ্যে যাতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসাদগুণ থাকে, সেজন্য অনেক সময় সত্যকেও সচেতনভাবে আড়াল রাখা হচ্ছে। নিবন্ধে, না-লাগে, সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল আলোচকরা, বিশিষ্টজনেরা, বুদ্ধিজীবীরা খুবই সজাগ ও সতর্ক থাকার আপ্রাণ চেষ্টাও করছেন। ঠিক কতটা ঘুরিয়ে কথা চালাচালি করলে প্রকৃত সত্যকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা যায় কিম্বা তা চাপা থাকে, সে বিষয়ে ওই লেখকদের চেষ্টার ত্রুটি থাকছে না। নিজেদের "অ-সাম্প্রদায়িক" প্রতিপন্ন করতেই এঁরা বড় বেশি সজাগ ও সতর্ক। প্রয়োজনে ইতিহাস বিকৃত হোক ক্ষতি নেই, যেন সবচেয়ে বড় কথা।

এ বড় সুখের কথা নয়। নতুন প্রজন্ম জানবে না অনেক কথাই। কারণ তাদের অনেক কিছুই জানতে দেওয়া হয় না। নিজেদের তথাকথিত ভাবমূর্তি "পরিচ্ছন্ন" রাখতে আমরা অনেকেই "সিত্যেরে সহজে মানিয়া লইতে" পারি না। হয়ত প্রকৃত ঘটনা এড়িয়ে যাই, নয়তো গালগপ্পের আশ্রয় নিই। যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্বন্ধ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবরণভয়ন্তী বর্ষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা যাঁরা লিখছেন, তারা অনেকেই, সত্যেরে এড়িয়ে চলতেই যেন অধিক আগ্রহী। এ এক কঠিন পরিস্থিতি বটে। একে অতিক্রম করা মোটেই সহজ নয়।

এ যাবৎ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিচ্ছিননভাবে বেশ কিছু লেখা আমাদের অনেকেরই চোখে হয়ত পড়েছে। অনেক সম্পাদক-প্রকাশক প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সুর্ণজয়ন্তী নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার। এই প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে নিঃসন্দেহে। কারণ বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী দেশই শুধু নয়, আমাদের মাতৃভাষাতেই সেদেশের মানুষ কথা বলেন। একসময় আমাদের এই বাংলার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন তারা। হঠাৎই দ্বিজাতি তত্বের অজুহাত খাড়া করে ভিন্ন করে দিয়েছে আমাদের বাংলা ভাষাভাষী প্রিয়মানুষদের। এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। না, শুধু চতুর ব্রিটিশ শাসকদের সব দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ তো কমবেশি আমাদেরও ছিল। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, উভয় সম্প্রদায়েরই। ভাগাভাগির সময় পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত অবিভক্ত বাংলার একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। বাংলার এই বিভাজন ঠিক কি বেঠিক তা নিয়ে আজও ঘোর বিতর্ক চলে। যে বিতর্কের মধ্যে বাস্তবের দিকটা অনেক সময়েই ঢাকা পড়ে যায়। কারণ আমরা অনেকেই কপটতায় বিশ্বাসী। অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে চাই না। আমরা অনেকেই নিজেদেরকে ছদ্ম পরিচয়ের গন্ডিতে আটকে রাখতে আগ্রহী। এটাই হয়ত আজকের প্রগতিশীলতা'র নতুন পরিচয়। নিজের সম্প্রদায়, নিজের গলা ছেড়ে গালাগাল দাও- তবেই তুমি আজকের মানদণ্ডে প্রগতিশীল' হতে পারবে। কদাচ যদি অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করো তো, তুমি দেশদ্রোহী, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী। কে আর সাধ করে এসব বিশেষ বিশেষ তকমা নিজের মাথায় নিতে চায়? তাই হয় চুপ করে থাকা, নয়তো উল্টোজোতে গা ভাসিয়েদেওয়া। আজকের বিশিষ্টজনেরা, বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল সাজতে উল্টোকতে গা ভাসিয়ে চলতেই আগ্রহী। দেশটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন বা এখনও কোনো-না-কোনোভাবে সম্পৃক্ত আছেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যীরা নিজেরা প্রাণ দিয়েছেন, ক্ষতিত হয়েছেন কিম্বা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীলতার কৃত্রিম চাদর গায়ে জড়িয়ে প্রকৃত সত্য লুকোতে মোটেই আগ্রহী নন। এঁরা মিথ্যে কথার জাল বুনে নিজেদেরকে প্রগতিশীল বানাতেও রাজি নন। সমাজের তথাকথিত বিশিষ্টজন এবং বুদ্ধিজীবদের কাছে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত হতেও ভীত নন। আসলে যাঁরা ভুক্তভোগী, একমাত্র তাঁরাই জানে যন্ত্রণার দীর্ঘতথা পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি চিরতরে হারিয়ে উদ্বাস্ত তকমা পাওয়ার অকথিত কষ্ট। কোনোরকম সরকারি সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া নতুন পরিবেশে নতুন দেশে নিজেদের ঘুরপথে "পরিচিত, গড়ে তোলার আপ্রাণ লড়াই। সে লড়াইয়ে অনেকে যেমন হারিয়ে গেছেন, তেমনি অনেকে আবার জীবনত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, আমাদের প্রতিবেশী পূর্বাঞ্চলের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলিতে এসব উদ্বাস্তদের নিরন্তর জীবন সংগ্রামের কথা কি আমরা কখনও ভুলবশতও উচ্চারণ করি? আসলে সত্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী বিষয়টাকে সুচতুরভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন ভোটলোভী রাজনীতিকরা। প্রয়াত হিন্দুত্ববাদী" রাজনীতির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘাড়ে যাবতীয় দোষ চাপিয়ে দিয়েই আমরা নিজেদের মানবিক কর্তব্য শেষ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে চলতেই পারদর্শী আমরা। আচ্ছা বলুন তো, এসব নিয়ে কে কবে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেছেন? বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই আপনি "সাম্প্রদায়িক সামান্য প্রতিবাদ করলেই আপনাকে বিজেপি- র সমর্থক বলে দেগে দেবেন। ফলে অনেকে চুপ করে থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু মিথ্যে বলে নিজেদেরকে ত্তঅ-সাম্প্রদায়িক বানাতে চান না। যা হামেশাই করে থাকেন আজকের তথাকথিত বিশিষ্টজন এবং বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগ। ফলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। ভুলবার্তা চলে যায় নতুন প্রজন্মের কাছে। ভরা বঞ্চিত হন প্রকৃত ইতিহাস থেকে। বাংলাদেশের সি থেকেই জানা যায়, অত্যাচারী বর্বর পাকসেনাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি নরনারী। যাদের সিংহভাগই হিন্দু নরনারী। শুরুতে হিন্দু-মুসলমান বাছাই না করেই বেপরোয়া হত্যালীলা চালায় পশ্চিমি পাকসেনারা। পরে নিজেদের "ভুল" বুঝতে পেরে বেছে বেছে হিন্দু নিধন যজ্ঞে নিজেদের নিয়োজিত করে তারা। চিহ্নিত করার জন্য স্থানীয় পাক-প্রেমী যুবকদের নিয়ে তৈরি করে রাজাকার-আলবদর বাহিনী। তারাই কার্যত এলাকায় এলাকায় হিন্দু-মুসলমান সনাক্তকরণে প্রধান ভূমিকা নেয়। প্রথমদিকে হিন্দুদের সঙ্গে কতিপয় আওয়ামি লিগের কর্তাব্যক্তি ও সংস্কৃতি জগতের কৃতী মানুষেরা ছাড়া পরবর্তীকালে ওইসব বিশিষ্টজন এবং সাধারণ মুসলমান জনগণ পাকসেনাদের নৃশংস অত্যাচার ও হত্যালীলার শিকার হননি। 'মালায়ন'দের বাড়িঘর লুঠপাট, বেপরোয়া অগ্নিসংযোগ, সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, পুরুষদের নৃশংস হত্যা, বয়স নির্বিশেষে নারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও ধর্ষণের মতো কাণ্ড এর কোনোটাই হয়নি সেদেশের মুসলমান মানুষের ক্ষেত্রে। কথাগুলো ভীষণরকম সাম্প্রদায়িক' শোনালেও মোটেই মিথ্যে নয়। কেন মিথ্যে নয়য বাংলাদেশের বিশিষ্টজন হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাত বয়ান অধ্যাপক- স্বদেশ থেকে নির্বাসিত লেখক সালাম আব্দুল গাফফার চৌধুরী, বিদেশ ভ্রমণ-রত নিহত (তোকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়) অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদ, নিহত ব্লগার অভিজিৎ রায়দের বিভিন্ন সময়ে লেখা তথ্যবহুল প্রবন্ধ-নিবন্ধই একথা প্রমাণ করেছে। কিন্তু এদেশের সবজান্তা প্রগতিশীল' বিশিষ্টজন এবং বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগই একথা কোনোভাবেই মানতে নারাজ।

অত্যাচারে স্থান-প্রাণ হারিয়ে রাজ্যের অন্যত্র আন্দামান দ্বীপ, মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য কিম্বা মহারাষ্ট্রের নাগপুর, অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে কোনোমতে মাথা গুঁজে আছেন, তাদের দুঃসহ জীবনের কথা (কোথাও আবার মনুষ্যেতর জীবনধারণে বাধ্য হওয়া) বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণভয়ন্তী বা পঞ্চাশবর্ষ উদযাপন উৎসবে সামান্য স্থান পেয়েছে কী? সেদেশ কিম্বা এদেশের বিশিষ্ট লেখকেরা এসব কথা মাথায় রাখেন কী? বোধহয় না।

কেন নাঃ কারণ এসব কথা উচ্চারণ করলেই আপনাকে "দাম্প্রদায়িক" "মৌলবাদী" কিম্বা "বিতর্কিত" বিজেপি-র "অন্ধ সমর্থক হিসেবে গণ্য করা হবে। তাই এযাবৎ যত লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে এসবের কোনো উল্লেখ নেই। বাঙালি কথাটাই প্রাধান্যপেয়েছে। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের বাঙালি তারা হিন্দু কী মুসলমান-ত্ত তা কিন্তু উল্লেখ নেই। আর এভাবেই চতুরতার সঙ্গে আমরা "অ-সাম্প্রদায়িক" সাজতে গিয়ে গোটা ইতিহাসকে বিকৃত করে ফেলছি। কেউ কেউ হয়ত সত্যের উল্লেখ করছেন, সঠিক কথা বলছেন, কিন্তু তা সামনে আসছে না।

বাংলাদেশে বসবাসকারী ২২ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে নেমে আসা সংখ্যালঘু হিন্দুদের চরম দুর্দশার কথা এঁদের লেখায় নেই। কারণ এসব লিখতে গেলে যদি প্রগতিশীলতা বাঁধে কিম্বা সাম্প্রদায়িক হয়ে যান। এই ভয়ে সত্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে চান এঁরা। মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করে নিজেকে প্রগতিশীল' কিম্বা অ-সানদায়িক বানানোর অপ) চেষ্টা আর যা হোক, সততার পরিচয় দেয় না। এটা ইতিহাসের পক্ষেও ক্ষতিকারক। একজন কবি কিম্বা লেখক তো সত্যের পূজারী। তিনি যদি অসত্যের কারবারি হন তো তার দায় তার নিজের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

না, শুধু চতুর ব্রিটিশ শাসকদের সব দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ তো কমবেশি আমাদেরও ছিল। নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, উভয় সম্প্রদায়েরই। ভাগাভাগির সময় পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত অবিভক্ত বাংলার একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। বাংলার এই বিভাজন ঠিক কি বেঠিক তা নিয়ে আজও ঘোর বিতর্ক চলে। যে বিতর্কের মধ্যে বাস্তবের দিকটা অনেক সময়েই ঢাকা পড়ে যায়। কারণ আমরা অনেকেই কপটতায় বিশ্বাসী। অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে চাই না।

সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তে ধর্মীয় কুসংস্কার আর গোঁড়ামি—একালে সেকালেও

তাপস চট্টোপাধ্যায়

"ধর্মের বেশে মোহ যাবে এসে ধরে,
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।"

একদিকে অতিমারীর সংক্রমণে এ রাজ্যে কয়েক কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন অন্যদিকে লক্ষাধিক পূর্ণার্থীদের গঙ্গা সাগরের পূণ্যস্থান, হতবাক বঙ্গবাসীয় মন পড়ল কবিগুরুর লেখনীর এই দুটি লাইন।

" অতিমারী" এ রাজ্য অথবা দেশে কোন নতুন ঘটনা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরোটাই পরাধীন ভারতবাসীর কেটেছে মহামারীর সাথে সহবাসে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, গুটি বসন্ত,স্প্যানিশ ফ্লু (বম্বে ফ্লু), একের পর এক মারণরোগে কাতারে কাতারে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তীকালে বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল (২০০০) এর প্রতিবেদন অনুসারে সেই সময় মোট মৃত্যুর সংখ্যাটি প্রায় ১২ বিলিয়ন দেখানো হয় , যা তৎকালীন ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ ছিল। তবু একালের মতো সেকালেও সামাজিক সচেতনতার ছবিটা একটুও আলাদা ছিল না। মহামারীর সংক্রমণ যত বেড়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামি আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে গুজব। এক্ষেত্রে অবশ্য হিন্দু-মুসলিম, গরিব-বড়োলোক, কারোরই মতান্তর হয়নি। স্বাস্থ্যবিধি নয়, বরং বিধির বিধানই গুরুত্বপূণ হয়েছে।

তৎকালিন ভারতবর্ষে সকলেই বিশ্বাস করতেন যে ১৮৯৬ সালেও করোনা ভাইরাসের মতোই প্লেগ জীবাণু ভারতে পা রেখেছিল চিন থেকে। বাণিজ্য জাহাজে সংক্রমিত ইঁদুরের মাধ্যমে প্রথমে বম্বে বন্দরে, পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ১৮৯৬ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে শুধুমার প্লেগ রোগাই ভারতবর্ষে মৃত্যু হয় প্রায় এক কোটি লোকের। বৃটিশ শাসকরা অবশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রথমে এই সত্যতাকে মানতে চায় নি, বরং তারা নেটিভদের অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা জীবনযাত্রাকেই এই রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও রোগের সংক্রমণ যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন বাধ্য হয়ে তড়িগড়ি ১৯৮৭ সালে 'এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট, ১৮৯৭' আইন জারি করা হয়। করোনার মতোই এই আইনবলে ম্যাজিক দূরত্ব, সঙ্গরোধ, কোয়ারেন্টিন ইত্যাদি একাধিক স্বাস্থ্যবিধির বাধ্যবাধকতায় জোর দেওয়া হয়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় কুসংস্কার আর গোঁড়ামির বাধ্যবাধকতা। এ সম্বন্ধে সিন্ধিয়া দেশমুখের 'দ্য বম্বে প্লেগ (১৮৯৬-৯৭)' প্রবন্ধে জানা যায় যে 'জৈন, বাটিয়া এবং বনিয়ারা, যাঁরা মানিজ এলাকায় চাল বা ঘন বসতির সস্তার দালানে থাকতেন, ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে ইঁদুর মারতে বাধ্য দিতেন'। হয়তো গণপতির বাহন মেনেই বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেসরী' সংবাদপত্রে ইন্দু হাসপাতালে একাদিক অস্পৃশ্যতার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। 'শুদ্রের ছোঁয়ার আশঙ্কায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্রাহ্মণ তো সারাদিন দুধ খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।'

এছাড়াও ভিন জাতের হাতে মরদেহ ব্যবচ্ছেদেও। (পোস্টমর্স্টেম) উঁচু জাতের ক্ষোভ বিক্ষোভ কম ছিল না। এরই মধ্যে 'প্লেগের টিকা নিলে বন্ধ্যাত্ব অবসম্ভবী' এমন গুজবও অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামি বা গুজবই নয়, স্বাস্থ্যবিধির বাধ্যবাধকতায় যতই বজ্রআঁটুনি করা হয় ততই অজ্ঞানতা আর কুসংস্কার প্রশাসনিক তৎপরাতাকে দুর্বল করে তোলে। ক্রমশই ক্ষোভ বিক্ষোভ মাত্রাছাড়া হয়ে হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে। তৎকালিন একাধিক সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায়, 'প্লেগ রোগীদের জোরপূর্বক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দুস্কর হয়ে ওঠে।য ১৮৯৬ সালে গুজব রটে যে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মেরে ফেলার জন্য। প্রতিবাদে মিল শ্রমিকরা বম্বের আর্থার রোড হাসপাতালে ভাঙচুর শুরু করে। ১৮৯৭ সালে মহামারী আইন বলে জোরপূর্বক টিকাকরণ, হাসপাতালে ভর্তির বিরুদ্ধ দমন পীড়নের অজুহাতে বিক্ষোভের মাত্র এমন জায়গায় যায় যে চাপারকার ভাইদের বন্দুকের গুলিতে প্লেগ কমিশনার রান্ডের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

১৮৯৮ সালে বোম্বের মদনপুরার শ্রমিক আবাসন থেকে এক মুসলমান তাঁর শ্রমিকের মেয়েকে প্লেগ রোগী সন্দেহ জোরপূর্বক হাসপাতালে ভর্তির চেষ্টা করলে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অতিমারির অতিমাত্রায় একদিকে যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায় তেমনি সনাতম হিন্দুধর্মের ঔদার্যের ঘটনাও কম নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'দরকার হলে বেলুপমঠের জমি বিক্রি করে দেবো' ১৮৯৮ সালে প্লেগ নামক সংক্রামক রোগ যখন এ রাজ্য বিশেষ করে মহানগরী কলকাতার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তখনই হাজার হাজার সংক্রমণ, শয়ে শয়ে মৃত্যু নবীন সন্ন্যাসীকে ব্যাথিত করে তুললো। ঈশ্বরপ্রেম সংক্রিত হল জীবপ্রেমে। মানবিকতার সে রাগ অনুরণিত করলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে সুদূর ইংল্যান্ডের সিস্টার নিবেদিতাকে। মৃত্যুমিছিল রুখতে সে বছরই তেসরা মে স্বামীজি মঠের সমস্ত গুরুভাইদের ডেকে অবিলম্বে আর্তের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানালেন। বাধ সাধলো বিপুল অর্থের যোগানের প্রসঙ্গ। তখনই বিবেকবান, সেই মহাপুরুষ তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত শোনালেন, আমরা ফকির ভিক্ষা করে, গাছতলায় শুয়েও দিন কাটাতে পারি। এই জমি বিক্রি করলে যদি হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচানো যায় তবে কিসের জায়গা, কিসের জমি'?

তবুও এ দেশে ধর্মের জিগির লক্ষ কোটি মৃত্যু ম্লান হয়। রাজধর্ম অবনত হয় রাজনীতির পদতলে। শাসক বিরোধী, উবয়পক্ষই নীবর হন। মিউজিকাল চেয়ার এর খেলায় কিস্‌সা কুর্সিকা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যা তত্ত্বের হিসাব মেলাতে ভোটব্যাঙ্কের সুরক্ষাই প্রাথমিকতা পায়। মেরুকরণের চোরাগলিতে পথ হারায় মানবিকতা। অসহায় রাষ্ট্রপ্রদানরা নিজের নিজের কোর্টের বল ঠেলে দেন কখনো হাইকোর্ট কখনো সুপ্রিম কোর্টের কোর্টে। অবশেষে যা হওয়ার তাই হয়, ক্রিসমাস বর্ষবরণ থেকে গঙ্গাসাগরমেলা, আগ্রাসী জনপ্লাবন যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়- আমি ভয় করব না বয় করব না/ দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না'। উচ্চ আদালত থেকে রাজ্য প্রশাসন, অনুরোধ, উপরোধ, স্বাস্থ্যবিধির হাজারো অনুশাসনকে বৃদ্ধঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একশ্রেণির অবিবেচক নাগরিক তাদের ধর্মীয় নামাবলীর আড়ালে প্রহসনের ব্যাপার খুলে বসেন। শুধুমাত্র আমজনতাই নয় মাসুল গোনে বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন, ডাক্তার, নার্স নিরীহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। কর্মদিবস নষ্ট হয়, বিঘিমত হয় ছোট বড় মাঝারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক গতি, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে টান পড়ে, ধুলিসাত হয় অর্থনীতি। ধর্ম তার ধারণ ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে মারণযজ্ঞে আহুতি দেয়। মানবিকতা বন্দি হয় হুজুগের অন্ধকূপে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আনুষ্ঠানিকভাবে টাটার হাতে এল এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি(হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ''মহারাজা''-কে ফিরে পেল টাটা। আনুষ্ঠানিকভাবে টাটার হাতে এল এয়ার ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার সকালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন টাটা সনসের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন। সেই সাক্ষাতের কয়েক ঘণ্টা পর আনুষ্ঠানিকভাবে টাটার হাতে তুলে দেওয়া হল এয়ার ইন্ডিয়াকে। সাত দশক বাদে 'মহারাজা'-কে ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত টাটা গোষ্ঠীও।

আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের পর টাটা সনসের চেয়ারম্যান বলেছেন, ''আমরা অত্যন্ত খুশি যে পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। টাটা গ্রুপে ফিরে পেয়ে খুশি আমরা। বিশ্বমানের উড়ান সংস্থায় পরিণত করার জন্য আমরা সকলের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি।''

তারইমধ্যে কেন্দ্রের বিলগ্নিকরণ দফতরের (দিপম) সচিব বলেন, ''আজ সাফল্যের সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার কৌশলগত বিলগ্নিকরণ সম্পূর্ণ হল। পরিচালন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-সহ এয়ার ইন্ডিয়ার ১০০ শতাংশ শেয়ার তালাস প্রাইভেট লিমিটেডের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'' গত বছর অক্টোবরে এয়ার ইন্ডিয়াকে ১৮ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে টাটা গোষ্ঠীর অনুসারি সংস্থা টালাস প্রাইভেট লিমিটেডকে বিক্রি করে কেন্দ্রীয় সরকার। এর পর থেকেই শুরু হয়ে যায় বিক্রির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রক্রিয়া। চুক্তি অনুযায়ী, এয়ার ইন্ডিয়ার পাশাপাশি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং এয়ার ইন্ডিয়া স্যাটস ('গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং' বা উড়ান বাদে অন্যান্য বিষয় সামলানো হয় যে সংস্থাকে দিয়ে)-এর ৫০ শতাংশ শেয়ারও টাটা গোষ্ঠীর অনুসারি সংস্থার কাছে হস্তান্তর হয়। বৃহস্পতিবার শেষ হল ১০০ শতাংশ শেয়ার হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে পরিচালন ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে তুলে দেওয়া হল টাটা গোষ্ঠীর হাতে। ফলে এয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের লেনদেন আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাপ্ত হল।

এর মধ্যেই বিপুল লোকসানে চলা এয়ার ইন্ডিয়ার পুনরুজ্জীবনে একাধিক পরিকল্পনা নেয় টাটা গোষ্ঠী। সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখাকে পাখির চোখ করে, উড়ান শিল্পের সঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আনা হয় পরিচালনমণ্ডলীতে। বর্তমানে দেশের বিমানবন্দরগুলোতে ৪,৪০০টি ঘরোয়া এবং ১,৮০০টি আন্তর্জাতিক ল্যান্ডিং এবং পার্কিং স্লট রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন বিমানবন্দরে ৯০০টি এমন স্লট এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে রয়েছে। এখন টাটা গোষ্ঠীর হাতে যাওয়া এয়ার ইন্ডিয়ার মোট ১৪১টি বিমান রয়েছে। তার মধ্যে ৪২টি বিমান চুক্তির ভিত্তিতে অন্য জায়গা থেকে নেওয়া এবং ৯৯টি বিমান তাদের নিজেদের।

এয়ার ইন্ডিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি(হি.স.): বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে টাটার হাতে এল এয়ার ইন্ডিয়া। আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষের আগে বৃহস্পতিবার সকালে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরণ দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। সাত দশক বাদে 'মহারাজা'-কে ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত টাটা গোষ্ঠীও। দেখে নেওয়া যাক এয়ার ইন্ডিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৯৩২ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জাহাঙ্গির রতনজি দাদাভাই টাটা। সেই সময় উড়ান সংস্থার নাম ছিল টাটা এয়ারলাইন্স।

১৯৪৬ সালে সংস্থার নাম পালটে রাখেন এয়ার ইন্ডিয়া।

তবে স্বাধীনতার পর সরকারের সঙ্গে টাটার সম্পর্কের সমীকরণ পালটে গিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল চালুর পরামর্শ দিয়েছিল টাটা গ্রুপ। প্রস্তাব অনুযায়ী, সরকারের হাতে থাকত ৪৯ শতাংশ মালিকানা। অতিরিক্ত দু''শতাংশ শেয়ারও কেনার সুযোগ ছিল। টাটার দখলে থাকত ২৫ শতাংশ শেয়ার। বাকি শেয়ার থাকত অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার হাতে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছিল সরকার।

পাঁচ বছর পর এয়ার ইন্ডিয়ার জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। জাতীয়করণ সত্ত্বেও ২৫ বছর এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ছিলেন জাহাঙ্গির রতনজি দাদাভাই টাটা।

১৯৭৮ সালে তাঁকে এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোর্ড থেকে সরিয়ে দিয়েছিল মোরারজি দেশাইয়ের সরকার।

১৯৮০ সালের এপ্রিলেই অবশ্য ইন্দিরা গান্ধীর সরকার জাহাঙ্গির রতনজি দাদাভাই টাটাকে দুটি সংস্থার বোর্ডে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসেননি তিনি।

তারপর থেকে বহু ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এয়ার ইন্ডিয়া। কিন্তু ক্রমশ ঋণের ভারে ডুবে যেতে পারে উড়ান সংস্থা।

২০১৮ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার শেয়ার বিক্রি লক্ষ্য নিয়েছিল ভারত। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও সংস্থা আগ্রহপত্র জমা দেয়নি। তার জেরে পুরো প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

২০১৯ সালে এয়ার ইন্ডিয়ার ১০০ শতাংশ শেয়ারই বিক্রি ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। একাধিকবার দরপত্র জমা দেওয়ার সীমা বাড়ানোর পর দুটি সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছিল, ঋণে জর্জরিত উড়ান সংস্থা কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে টাটা গ্রুপ এবং অজয় সিং। যিনি স্পাইসজেটের প্রোমোটার।

২০২১ সালের অক্টোবরে কেন্দ্র ঘোষণা করে, টাটার কাছে ফিরছে এয়ার ইন্ডিয়া। যে গ্রুপ ২,৭০০ কোটি টাকা দিচ্ছে। সেইসঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার ১৫,৩০০ কোটি ঋণের বোঝাও টাটার কাঁধে চাপবে। গত ৩১ অগস্ট পর্যন্ত জাতীয় উড়ান সংস্থার ঋণের পরিমাণ ছিল ৬১,৫৬২ কোটি টাকা। টাটা গ্রুপের হাতে এয়ার ইন্ডিয়ার মালিকানা তুলে দেওয়ার আগে সেই ঋণের ৭৫ শতাংশ বা ৪৬,২৬২ কোটি টাকার এয়ার ইন্ডিয়া অ্যাসেটস হোল্ডিং লিমিটেড (এআইএএইচএল) কাছে যাবে। তবে বসন্ত বিহারে এয়ার ইন্ডিয়ার হাউজিং কলোনি, মুম্বইয়ের নরিম্যান পয়েন্ট এবং নয়াদিল্লিতে এয়ার ইন্ডিয়ার বিল্ডিং পাবে না টাটা।

অরুণাচল প্রদেশের অপহৃত নাবালক মিরম তারনকে ভারতীয় সেনার হাতে হস্তান্তর চিনা-সেনার

ইটানগর, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের আপার সিয়াং জেলার বাসিন্দা মিরম তারন নামের ১৭ বছর বয়সি ছেলেকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে চিনের সেনাবাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে অরুণাচল প্রদেশে ওয়াচা-দামাই ইন্টারঅ্যাকশন পয়েন্টে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে পিএলএ।

এই খবর আজ প্রথমে তাঁর ট্যুইটারে জানিয়েছিলেন অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ট্যুইটারে তিনি লিখেছেন, 'চিনা পিএলএ অরুণাচল প্রদেশের যুবক মিরম তারনকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছে। তার মেডিক্যাল পরীক্ষা সহ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।''

প্রসঙ্গত, গত ১৮ জানুয়ারি মিরম তারনের সঙ্গে তার বন্ধু জনি ইয়াইয়িংকেও পিএলএ অপহরণ করেছিল। কিন্তু জনি ইয়াইয়িং কৌশলে পিএলএ-র কবল থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছিল। এর পরের দিন ১৯ তারিখ ওই অপহরণকাণ্ডের খবর ট্যুইট করে জানিয়েছিলেন অরুণাচল প্রদেশের আরেক সাংসদ বিজেপি নেতা তাপির গাও।

তিনি মিরম তারনকে চিনা কবল থেকে উদ্ধার করতে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন। অপহৃত নাবালককে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তিনি ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে ট্যুইটার হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, 'আপার সিয়াং জেলার অন্তর্গত সিয়ংলা এলাকার (বিশিং গ্রাম) জিডো গ্রামের ১৭ বছর বয়সি মিরাম তারনকে ভারতীয় ভূখণ্ডের লুংতাজোড় এলাকা (২০১৮ সালে ভারতের অভ্যন্তরে তিন থেকে চার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছিল চিন) থেকে অপহরণ করেছে পিএলএ। অপহরণের ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে ভারত ভূখণ্ডের বুক চিরে প্রবাহিত সাংপো-সিয়াং নদীর কাছে।'

এর পর ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব সহকারে হস্তক্ষেপ করে। সে অনুযায়ী তারনকে ফিরিয়ে আনতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এলএসিতে চিনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। দফায় দফায় ফ্ল্যাগ মিটিঙের পর আজ সকালে তাকে ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

হাইলাকান্দি শহরে দলবদ্ধ আক্রমণে ভাঙচুর নির্মীয়মাণ ঘর

হাইলাকান্দি (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : গণতন্ত্র দিবসের রাতে হাইলাকান্দি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অপ্রীতিকর তথা শিহরণকারী ঘটনায় তটস্ত নাগরিককুল। জেলা সদরের বুকে নির্মীয়মাণ একটি ঘরে আক্রমণ একাংশ উদ্ভুট যুবকের। ১০ থেকে ১৫ জনের একটি দল আক্রমণ চালিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে মইনুল হক লস্কর নামের এক ব্যক্তির নির্মীয়মাণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ভাঙচুর করার সব দৃশ্য। গতকাল বুধবার গোটা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে হাইলাকান্দিও উদযাপন করেছে ৭৩-তম গণতন্ত্র দিবস। কিন্তু গণতন্ত্র দিবসের রাতে দেশের গণতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে আইন হাতে তুলে নিয়েছে একাংশ জনতা। আদালতে মামলা দায়ের করার মাত্র তিন দিনের মাথায় নিজেই ভঙ্গ করলেন আইন। হাইলাকান্দি জেলা সদর শহরে নেতাজি পয়েন্টে রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ মইনুল হক লস্করের নির্মীয়মাণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অতর্কিতে দলবদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে লণ্ডভণ্ড করা হয় সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক গৃহটি। ঘটনার খবর পেয়ে হাইলাকান্দি সদর থানার ইন্সপেক্টর ওসি আম্পে দাওলাগুপু-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু এই ভাঙচুর করার সব দৃশ্য রেকর্ড হয়েছে ওই গৃহে সংস্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরায়। নির্মীয়মাণ এই ব্যবসায়িক গৃহের জমি নিজের বলে দাবি করে আব্দুল মান্নান লস্কর নামের এক ব্যক্তি হাইলাকান্দি আদালতে মাত্র তিনদিন আগে একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন বলে খবরে জানা গেছে। কিন্তু আদালতে মামলা বিচারাধীন অবস্থায় আব্দুল মান্নান লস্কর নির্মীয়মাণ দোকানগৃহের জমি জবরদখলের চেষ্টা চালিয়ে এই আক্রমণ করেছেন বলে অভিযোগ। আর তা প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরার ভিজ্যুয়েলের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এমন শিহরণকারী ঘটনায় রীতিমতো তটস্ত শহরের নাগরিককুল।

দুর্গাচৌমুহনি বাজার কমিটির উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ। ছবি নিজস্ব।

নেতাজী প্লে ফোরামের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ছবি ঃ নিজস্ব

বিধিনিষেধে শিথিল ব্রিটেনে, পরতে হবে না মাস্কও

লন্ডন, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ওমিক্রন রুখতে যে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল ব্রিটেনে তা বৃহস্পতিবার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে।এদিন থেকে বদ্ধ জায়গায় মাস্ক পরার প্রয়োজন পড়বে না ব্রিটেনবাসীর। একইসঙ্গে বার-পাবে প্রবেশের জন্য টিকা সার্টিফিকেটও দেখাতে হবে না।

সংক্রমণকে নিয়েই বসবাস করতে হবে, বিধিনিষেধের বোঝা আর বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই সমস্ত বিধিনিষেধ শিথিল করা হল। এছাড়াও বিগত দুই সপ্তাহ ধরেই ব্রিটেনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। গত বছরের শেষ ভাগে বা চলতি মাসের শুরুতেও সংক্রমণের যে উর্ধমুখী হার দেখা যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ রূপে না কমলেও, একটি সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়েছে। সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসতেই তাই বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

বরিস সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, খোলা জায়গায় মাস্ক পরার নির্দেশিকা জারি থাকলেও, বদ্ধ জায়গায় মাস্ক পরতে হবে না। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে কর্মীরাও ''ওয়ার্ক ফ্রম হোমে''র শিকল ভেঙে ফের অফিসে ফিরতে পারেন। বার, পাব, নাইট ক্লাব বা কোনও বড় অনুষ্ঠানে প্রবেশের জন্য করোনা টিকার শংসাপত্রও দেখাতে হবে না। ইংল্যান্ডের স্কুলগুলিতেও শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরতে হবে না। তবে গণপরিবাহনে যাত্রার ক্ষেত্রে এখনও মাস্ক পরতে হবে। একইসঙ্গে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বিধিনিষেধ জারি থাকলেও কেউ যদি মাস্ক না পরেন, তবে তাদের জরিমানা বা শাস্তির মুখে পড়তে হবে না। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ইউক্রেনে ন্যাশনাল গার্ডের গুলিতে ৫ জন হত

কিয়াভ(ইউক্রেন), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ইউক্রেনীয় ন্যাশনাল গার্ডের একজন সেনার গুলিতে পাঁচজন নিহত এবং অন্য পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার সেদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, ইউক্রেনের ডিনিপ্রোর একটি কারখানার এলাকায় একটি রাইফেল দিয়ে কর্তব্যরত ন্যাশনাল গার্ড গুলি চালায়। এই ঘটনায় পাঁচজন নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রকের মতে, চারজন সৈন্য এবং একজন বেসামরিক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে একজন মহিলা গুলিতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ড ইউনিটের কর্মীদের উচ্চ সতর্কতায় রেখে শহরে একটি পুলিশ অভিযান শুরু করা হয়েছে। তদন্তকারীরা এখনও অপরাধের উদ্দেশ্য খুঁজে পান নি। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ড।

মথুরার বাঁকে বিহারি মন্দিরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ

মথুরা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের মথুরার বৃন্দাবনে বাঁকে বিহারী মন্দিরে পুজো-অর্চনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন তিনি মথুরা এবং গৌতম বুদ্ধ নগরে বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগ দিতে এবং উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের অংশ হিসাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে ভোটারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মথুরা এবং গ্রেটার নয়ডাতে ভোটাদের সঙ্গেও এক আলোচনায় যোগ দেবেন। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সাতটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তরপ্রদেশে ভোট ১০, ১৪, ২০, ২৩ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ ও ৭ মার্চ সাত ধাপে ভোটগ্রহণ হবে। ফলাফল প্রকাশিত হবে আগামী ১০ মার্চ।

উদ্ধার কলিয়াবরে পিকনিকে গিয়ে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ

কলিয়াবর (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : নগাঁও জেলার কলিয়াবর মহকুমায় পিকনিকে গিয়ে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল গণতন্ত্র দিবসের দিন কলিয়াবরের শিলঘাটে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিলেন বছর ২৮-এর বিষ্ণু বরা ওরফে ধন বরা নামের যুবক। রান্নার জন্য সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়েছিলেন জল আনতে। কিন্তু নদে তিনি তলিয়ে গিয়ে সন্ধানহীন হয়ে যান বিষ্ণু।

ঘটনার খবর পেয়ে এসডিআরএফ-এর এক দল নিয়ে শিলঘাটে যায় পুলিশ বাহিনী। গতকাল সন্ধ্যা থেকে অভিযান চালিয়ে রাতের দিকে নদী তীরবর্তী এক স্থান থেকে বিষ্ণু বরার নিথর দেহ উদ্ধার করেন এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা। নিহত বিষ্ণু বরার বাড়ি কলিয়াবরের জমখলাগাঁওয়ে বলে জানা গেছে। এদিকে উদ্ধারকৃত বিষ্ণু বরার মৃতদেহ নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

করিমগঞ্জের এরালিগুল ফায়ারিং রেঞ্জে গুলিচালনার মহড়া, এলাকাবাসীর প্রতি সতর্কবার্তা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত এরালিগুলে অবস্থিত ১৫ নম্বর আসাম পুলিশ (আই আর) ব্যাটালিয়ন তাদের ফায়ারিং রেঞ্জে বার্ষিক গুলি চালনার মহড়া চালাবে। বাহিনীর জওয়ানদের বার্ষিক গুলিচালনার মহড়া আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। তাই এই গুলি চালনার মহড়ার সময় কোনও ধরনের অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট ফায়ারিং রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকার জনগণকে সতর্ক থাকতে করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক সতর্কবার্তা জারি করেছেন।

পরিসংখ্যানে স্বস্তি, নিম্নমুখী দেশের করোনা গ্রাফ

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : নিম্নমুখি দেশের করোনা গ্রাফ। বৃহস্পতিবার নতুন করে তেমন বাড়েনি দৈনিক করোনা সংক্রমণ। উলটে অনেকটাই কমেছে অ্যাকটিভ কেস। কমেছে মৃতের সংখ্যা।

শুক্রবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৮৪জন। দেশের পটিজিভিটি রেট অবশ্য বেড়ে হয়েছে ১৯.৫৯ শতাংশ। সেটাই বেশি চিন্তায় রাখছে চিকিৎসকদের। পরিসংখ্যান বলছে, দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে মহারাষ্ট্র খানিকটা স্বস্তির খবর শোনালেও নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে দক্ষিণের রাজ্যগুলি। কেরল, কর্ণাটকে আক্রান্তের সংখ্যাটা রীতিমতো ভয় ধরানোর মতো। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মৃত্যু হয়েছে ৫৭৩ জনের। এই সংখ্যাটা আগের দিনের থেকে খানিকটা কম। এখনও পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৭০০ জন।

এই নিয়ে পরপর দুদিন কমেছে দেশের চিকিৎসাধীন করোনা রোগীর সংখ্যা। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগী ২২ লক্ষ ২ হাজার ৪৭২ জন। যা আগের দিনের থেকে প্রায় ২০ হাজার কম। পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩২৮ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫৭ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য জানাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত দেশে প্রায় ১৬৩ কোটি ৮৪ লক্ষের বেশি ডোজ করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দুলিয়াজানে আত্মঘাতী ১৯ নম্বর অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের জওয়ান

দুলিয়াজান (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত দুলিয়াজানের টেঙাখাত উইলটনে অবস্থিত ১৯ নম্বর অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের এক জওয়ান আত্মহত্যা করেছেন। আত্মঘাতী জওয়ানকে সংশ্লিষ্ট ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার বছর ৪৭-এর নবীন কলিতা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়ে দুলিয়াজান থানা কর্তৃপক্ষ জানান, গতকাল প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সন্ধ্যায় ১৯ নম্বর অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের ছাউনিতে অবস্থিত নামঘরের পিছনে একটি বিমের সঙ্গে গলায় ফাঁস জড়িতে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি নামঘরের পুরোহিত হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আরও জানান, নিহত হাবিলদার নবীন কলিতার মূল বাড়ি উজান অসমের শিবসাগর জেলার নাজিরায়।

খবর পেয়ে টেঙাখাতে পুলিশ ব্যাটালিয়নের ছাউনিতে গিয়ে নবীন কলিতার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো। কী কারণে হাবিলদার নবীন আত্মহত্যা করেছেন, সে সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট কিছু জানতে পারেনি পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানান থানার ওসি।

সূচক পতন অব্যাহত, পড়ল অধিকাংশ নামী সংস্থার শেয়ারের দাম

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের ধাক্কা শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার বাজার খুলতেই সূচক পতন অব্যাহত। এক ধাক্কায় সূচক নামল এক হাজার। সূচক পড়েছে নিফটিরও। পড়ে গিয়েছে অধিকাংশ নামী সংস্থার শেয়ারের দাম।

বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজার খুলতেই দ্রুত নামতে থাকে সূচক। সকাল ৯ সাড়ে ন'টা নাগাদ সেনসেক্স নেমে যায় এক হাজার পয়েন্টের বেশি। যা আগের দিনের থেকে ১.৭৫ শতাংশ। একধাক্কায় সেনসেক্সের সূচক নেমে দাঁড়ায় ৫৬ হাজারের ঘরে। সেনসেক্সের পাশাপাশি নিফটির হালও একই। এদিন নিফটি নেমে গিয়েছে ১৮০ পয়েন্ট। পতনের ফলে দীর্ঘদিন বাদে নিফটি নেমে যায় ১৭ হাজার পয়েন্টের নিচে।

এদিন এইচডিএফসির শেয়ার পড়েছে ১৩০. ৬৬, রিলায়েন্সের ৯১.৪৯, ইনফোসিস ৮৮.৪৮, এইচডিএফসি ৭৭.১২, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক৫৭.৪৭, টিসিএস ৪৯.৪৫। অন্যান্য যে সব সংস্থার শেয়ারের দাম পড়েছে, সেই সব সংস্থার মধ্যে রয়েছে টেক মাহিন্দ্রা, নেসলে ইন্ডিয়া, উইপ্রো, গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। বাজার খুলতে সূচক পতনে চিন্তায় লগ্নিকারীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন প্রশাসন নীতি বদলানোর ফলে ওয়াল স্ট্রিটও খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে গোটা এশিয়ার বাজারেই অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবও পড়েছে বাজারে। সেই সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে ওমিক্রন। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে বাজারের অবস্থা বেশ টালমাটাল। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট। তার আগে বাজারের এই পরিস্থিতি চিন্তায় রাখছে বিনিয়োগকারীদের। শুক্রবারও সূচকের খুব একটা হেরফের হবে না বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি/ কাকলি

শ্রীনগরের বাণিজ্যিক ভবনে আগুন, কোনও হতাহতের খবর নেই

শ্রীনগর, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের রাজবাগ এলাকায় একটি বাণিজ্যিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দমকল বিভাগের কর্মীদের তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় একটি সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটে। বিভাগীয় দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এটি একটি বাণিজ্যিক ভবন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, একটি সিলিন্ডারের বিস্ফোরণের ঘটনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকল বিভাগের একজন কর্মী আগুন নেভাতে গিয়ে গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। তবে আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত সুরু হয়েছে। '

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পিম্পলের সমস্যা নিমেষেই দূর করতে পারে ক্লেমাস্ক

ধুলো-ময়লা, রোদ-ঘাম, আর দূষণের কারণে ত্বকের বারোটা বেজে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর যাদের ত্বক তৈলাক্ত তাদের ত্বকে বেশি সমস্যা দেখা দেয়। তাই নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহে দু''দিন অন্তত ফেস মাস্ক ব্যবহার করুন।

ত্বকের যত্নে বহুযুগ ধরেই ক্লে ব্যবহার করা হয়ে আসছে।

ত্বকের ছিদ্রগুলি ডিটক্সিফাই করা, অতিরিক্ত তেল শোষণ করা এবং ব্রণ-পিম্পলের বিরুদ্ধে লড়াই করা, যেকোনও সমস্যার সমাধানে ক্লে মাস্ক খুব কার্যকরী। এছাড়া, ট্যান বা কালো ছোপ দূর করতেও এই মাস্ক খুব কার্যকরী। বিশেষ করে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ক্লে অত্যন্ত উপকারি বলে মনে করা হয়। আজকাল বাজারে অনেক রকমের ক্লে মাস্ক কিনতে পাওয়া যায়। ভিন্ন সমস্যার জন্য ভিন্ন রংয়ের ক্লে মাস্ক রয়েছে। বয়স এবং ত্বকের ধরন অনুসারে ক্লে মাস্ক পাবেন। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক, ত্বকের যত্নে ক্লে মাস্ক ব্যবহার করলে কী কী উপকার মেলে।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য উপকারি

ক্লে মাস্ক তৈলাক্ত ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারি। মুখে লেগে থাকা ধুলো-বালি, ময়লা এবং ডেড স্কিন দূর হয় ক্লে মাস্ক ব্যবহারে। এছাড়াও, এই মাস্ক ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে খুবই সহায়ক। গাল, নাক, চিবুক এবং টি জোনে তৈলাক্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে, তাই ক্লে মাস্ক লাগানোর সময় এই জায়গাগুলোতে বেশি মনোযোগ দিন। তবে চোখের নীচে ও ঠোঁটে না লাগানোই ভালো, কারণ সেখানকার ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

ব্রণ এবং পিম্পল থেকে মুক্তি মেলে

ব্রণ-পিম্পলের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে অবশ্যই ব্যবহার করুন ক্লে মাস্ক। এই মাস্ক ত্বকের ছিদ্র খুলে দেয় এবং ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে, যার ফলে ব্রণ-পিম্পল হয় না। সপ্তাহে দু'বার ক্লে মাস্ক ব্যবহারেই ফলাফল পাবেন হাতেনাতে!

ত্বক উজ্জ্বল করে

দূষণের কারণে ত্বকে ধুলো-ময়লা ও তেল জমা হয়, যার ফলে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কমে যায়। তাই মুখ থেকে ময়লা এবং তেল দূর করতে আপনি ক্লে মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। এই মাস্ক গভীরভাবে ত্বকের ছিদ্র পরিষ্কার করে এবং ত্বকের গভীরে গিয়ে ছিদ্র থেকে তেল দূর করে, ফলে ত্বক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রক্ত সঞ্চালন

ক্লে মাস্ক লাগালে ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ও অক্সিজেন বৃদ্ধি পায়, ফলে কোলাজেন বৃদ্ধি পায় এবং ত্বক উজ্জ্বল হয়। তবে ক্লে মাস্ক প্রতিদিন ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনি সপ্তাহে দু'বার ব্যবহার করতে পারেন।

ত্বকের ছিদ্র খুলে দেয়

ত্বকের ছিদ্র আটকে থাকার কারণে ত্বকের অনেক ক্ষতি হয়। তাই আপনি ক্লে মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন, এটি সহজেই ত্বকের ছিদ্র খুলতে পারে। ক্লে মাস্ক ত্বকের অমেধ্য না নোংরা দূর করতে খুব সহায়ক। এছাড়াও, এটি মুখের ধুলো-ময়লা দূর করে ত্বককে প্রাণবন্ত, মসৃণ এবং কোমল করে তোলে।

পূর্বের তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে সৃষ্টি হতে পারে নক্ষত্র, বদলাতে চলেছে বিজ্ঞানীদের আদি ধারণা

নক্ষত্র সৃষ্টির সময়কাল নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে একপ্রকার ধারণা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তাঁরা মনে করেন সূর্যের মতো বিভিন্ন যে নক্ষত্র মহাকাশে রয়েছে তা তৈরি হয়েছে লক্ষাধিক বছর সময় লেগেছে। তবে সম্প্রতি একটি গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ বলছে অন্য কথা।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেডিয়ো টেলিস্কোপ — এর সাহায্যে সম্প্রতি যে দৃশ্য সামনে এসেছে তার জেরে বদলে যেতে পারে বিজ্ঞানীদের এই সুপ্রাচীন ধারণা। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলা হচ্ছে, বিজ্ঞানীদের ধারণার তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গঠন সম্ভব। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞানীরা একটি মলিকিউলার ক্লাউড বা মেঘের মধ্যে থাকা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই মলিকিউলার ক্লাউড পৃথিবী থেকে ৪৫০ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। বা ক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এই মেঘের নাম ১৫৪৪। এই বিশেষ মেঘটিকে বেছে নেওয়ার কারণ হল এর মাধ্যমে নক্ষত্র তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মেঘের গভীর অংশের মধ্যে থাকা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রকেই প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

তবে শুধুমাত্র এই মেঘের গভীর অন্তঃস্থলে থাকা চৌম্বক ক্ষেত্র নয়, এর তুলনায় হাল্কা এবং পাতলা স্তর যা মেঘের চারধারের অংশে রয়েছে, সেটাও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া হয়েছে. । পুয়ের্তো রিকোতে ছিল এই অবজারভেটরি। তবে ২০২০ সালে আক্সমিক ভাবেই তা নষ্ট হয়ে যায়। আর তাই ওই নির্দিষ্ট কোর বা কেন্দ্রস্থল এবং আউটার লেয়ার বা বাইরের অংশের মধ্যবর্তী স্থান পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি ওই অবজারভেটরির সাহায্যে। সেই জন্যই বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেডিয়ো টেলিস্কোপ এই বিশেষ অংশের প্রতি নজর দিয়েছিল। অর্থাতহাল্কা-পাতলা অঞ্চল এবং গভীর বা ঘন অঞ্চলের মাঝের এলাকা। পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার পর জানা গিয়েছে, নতুন অবস্থানে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মডেলের থেকে ১৩ গুণ কম।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই নতুন তথ্য নক্ষত্র গঠন প্রসঙ্গে এ যাবতযত মডেল প্রকাশ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী বিপ্লব আনতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অন্যান্য নক্ষত্র গঠনকারী মেঘও পর্যবেক্ষণ করে খতিয়ে দেখতে হবে। যদি সব ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সমান হয়, তাহলেই বোঝা যাবে যে বিজ্ঞানীরা এতদিন যা ভাবতেন অর্থাতনক্ষত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে যত দীর্ঘ সময় লাগত বলে তাঁরা ভাবতেন, আদপেও বিষয়টা তাই নয়। বরং সেই সময়ের অনেক আগেই নক্ষত্রের সৃষ্টি এবং গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। যে টেলিস্কোপের সাহায্যে মেঘের পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা চিনে অবস্থিত এবং অবজারভেটরির থেকে অনেক বড়। টেলিস্কোপে রয়েছে ৫০০ মিটার ব্যাসের ডিশ। এই পরিমাণ - এর ক্ষেত্রে ৩০৫ মিটার। পাঁচ দশক ধরে, ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেডিয়ো টেলিস্কোপ ছিল। পরে নষ্ট হওয়ার পর সেই জায়গা গ্রহণ করেছে টেলিস্কোপ।

লাখ বছর পুরনো খুলি নিয়ে গবেষণা, মিলল আশ্চর্য তথ্য

পৃথিবীর প্রাচীন এক খুলি। বয়স ২০ লাখ বছরেরও বেশি। এ খুলি থেকে মানব বিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ান গবেষকরা। ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক খুলিটির বিভিন্ন খণ্ড উদ্ধার করেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরের উত্তরাঞ্চলে খুলিটি পড়েছিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খুলিটির কয়েক খণ্ড আবিষ্কারের পর প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেগুলো জোড়া লাগান ও জীবাশ্মটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাদের গবেষণার ফল মঙ্গলবার নেচার, ইকোলজি অ্যান্ড ইভালুয়েশন নামের একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, খুলিটি প্যারানথ্রোপাস রোবাসটাস প্রজাতির এক পুরুষ। এটি হোমো ইরেকটাস প্রজাতির কাছাকাছি। এ দুটি প্রজাতিই একই সময়ের। তবে প্যারানথ্রোপাস রোবাসটাস প্রজাতি আগে বিলুপ্ত হয়েছিল। প্যারানথ্রোপাস রোবাসটাস প্রজাতির প্রাণীদের বড় বড় দাঁত ও আকারে ছোট মস্তিষ্ক ছিল। হোমো ইরেকটাস প্রজাতির ছিল এর উল্টোটা। অর্থাতএই প্রজাতির মস্তিষ্ক বড় ও দাঁতের আকার ছোট ছিল। এমন গঠনই প্রজাতি দুটিকে আলাদা করেছে।

সহ গবেষক জেসি মার্টিন এ বিষয়ে বলেন, ফসিলের খণ্ডগুলোকে নিয়ে কাজ করার সময় মনে হচ্ছিল ভেজা কার্ডবোর্ড নিয়ে কাজ করছি।" তিনি জানান, খণ্ডগুলো থেকে ময়লা পরিষ্কারের জন্য তিনি প্লাস্টিকের পাইপ ব্যবহার করেছিলেন।২০১৫ সালে ওই একই এলাকা থেকে হোমো ইরেকটাস প্রজাতির আরও এক শিশুর খুলি উদ্ধার করেছিলেন গবেষকরা।

শিশুর মস্তিষ্কের জন্য যে খাবারে বেশি ক্ষতি

সন্তানের জন্য কোন খাবারটা ভালো, তা খুঁজে বের করাটা সহজ কাজ নয়। আর শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কোন খাবারগুলো উপকারী বা অপকারী, তা যদি জানা না থাকে, তবে বিষয়টা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাড়ন্ত বয়সের শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পেছনে খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে যতই জানাবেন, ততই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানসিক চাপ বাড়বে।

বিজ্ঞান সাময়িকী দ্য ল্যানসেটে ২০২০ সালে প্রকাশিত 'চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শিশুর মস্তিষ্কের জন্য সবচাইতে ধ্বংসাত্মক হল 'জাঙ্ক ফুড'।

ওই প্রতিবেদন তৈরি করেন কানাডার ওন্টারিওর ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের গবেষকরা। এজন্য তারা ১০০টিরও বেশি গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন।

উদ্দেশ্য একটাই, শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মস্তিষ্কের উপর কী প্রভাব ফেলে তার ধারণা পাওয়া।

সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিশুর খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক তুলে ধরা হয় 'ইট দিস' ওয়েবসাইটে। প্রতিবেদনে যা জানা যায় শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালে প্রচুর 'জাঙ্ক ফুড' খাওয়া হয়। এই খাবারগুলো থাকে ক্যালরিতে ঠাসা, যা শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গবেষকরা বলছেন, এই 'জাঙ্ক ফুড' মস্তিষ্কের 'প্রি-ফ্রন্টাল করটেক্স'য়ের ক্ষতি করে। মস্তিষ্কের এই অংশ মানুষের স্মৃতিশক্তি, মনযোগ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। মজার ব্যাপার হলো, 'জাঙ্ক ফুড'য়ের ক্ষতিকর প্রভাবের পরিণামে মানুষ তার খাদ্যাভ্যাসের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। কতটা জাঙ্ক ফুড মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে যেহেতু 'জাঙ্ক ফুড' খাওয়ার কারণে মানুষ তার খাদ্যাভ্যাসের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়, তাই যতই এই খাবারগুলো খাবেন, ততই সেগুলো আরও খেতে ইচ্ছা হবে। যার ফল হিসেবে পরবর্তী বয়সে দেখা যায় 'অবেসিটি' বা স্থূলতা। 'সোশাল সায়কায়াট্রি অ্যান্ড সায়কায়াট্রিক এপিডেমিওলজি'য়ের আরেক গবেষণায় দেখা যায়, বয়সন্ধিকালে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস পরবর্তী সময়ে বয়ে আনে হতাশা।

শিশুরসুস্থশারীরিকও মানসিকবিকাশের জন্য চাই প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট, স্বাস্থ্যকর চর্বি, আয়রন, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি এবং বি ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার। এজন্য সবুজ শাকসবজি, টক দই, চর্বিওয়ালা মাছ, ডিম ইত্যাদি খেতে হবে।

শরীরের এই সব জায়গায় ব্যথা?

কোলেস্টেরল বাড়ার ইঙ্গিত কিন্তু তাই অবহেলা নয় কোভিড পরবর্তী সময়ে নানা রকম সমস্যা জাঁকিয়ে বসেছে শরীরে। আর মধ্যে অন্যতম হল কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে যাওয়া। ডায়াবিটিস, উচ্চরক্তচাপ এসব তো আছেই। একটানা বসে থাকা, কোনও রকম শারীরিক পরিশ্রম না করা, তেল মশলাযুক্ত খাবার এসবই কিন্তু কোলেস্টেরল বৃদ্ধির জন্য দায়ী। শরীরে কোলেস্টেরল বাড়া মোটেই কাজের কথা নয়।

এতে শরীরে রক্তপ্রবাহে বাধা পায়। আর এখান থেকেই আসে হার্টের নানা সমস্যা। কোলেস্টেরল বাড়লে যে কারণে থেকে যায় হার্ট অ্যার্টাকের সম্ভাবনা।

ধমনীর দেওয়ালে কোলেস্টেরল জমা হলে ধমনী সংকীর্ণ হতে পারে। এমনকা ধমনী সম্পূর্ণ ভাবে ব্লকও হয়ে যেতে পারে। এতে রক্ত প্রবাহ বাধা পায়। আর রক্ত প্রবাহ বাধা পেলে রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা থাকে। হৃতিন্ড এবং মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাধা পায়। যেখান থেকে পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়। যে কারণে প্রত্যেকেরই বছরে ত একবার কোলেস্টেরল পরীক্ষা করানো কিন্তু ভীষণ জরুরি। কোলেস্টেরল যদি সীমার মধ্যে না থাকে তাহলে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন। রোজকার খাওয়া দাওয়া, জীবনযাপরনে আনুন পরিবর্তন। কোলেস্টেরল সঠিক মাত্রায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোলেস্টেরল বাড়লেও আমরা চট করে বুঝতে পারি না। শরীরে কিছু অসুবিধে হয় ঠিকই, কিন্তু অনেকেই তা এড়িয়ে যান। কোলেস্টেরল কিন্তু নীরব ঘাতক। কোনও উপসর্গ থাকে না বলেই অনেকে বিষয়টি হালকা ভাবে নেন। শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে চিকিতকের পরামর্শ মতো অবশ্যই চলবেন। কোলেস্টেরল বাড়লে শরীরে যে সমস্ত সমস্যা আসে তার কিছু উপসর্গ জেনে রাখুন।

রক্তনালিতে কোলেস্টেরল জমলে সেখানে রক্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হতে পারে না। যে কারণে অনেক সময় পায়ের পেশিতে ব্যথাও কোনও কোলেস্টেরল বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এছাড়াও কোলেস্টেরল বাড়লে চাপ পড়ে হার্টের উপর। যেখান থেকে পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ (ঞ্জঙ্গঙ)সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে তখন জোরে হাঁটা, দৌড়নো এসব কিছুই করা যায় না। সেই সঙ্গে আসে একাধিক শারীরিক সমস্যা। কোলেস্টেরল যদি বাড়ে তাহলে কিন্তু আভ্যন্তরীন নানা সমস্যাও আসে। এছাড়াও অনেক সময় হাতে খুব ব্যথা হয়। যার কারণ আমরা ধরতে পারি না। এর কারণও কিন্তু কোলেস্টেরল বৃদ্ধি। অনেক সময় চোয়ালে তীব্র ব্যথা হয়। খাবার চেবানো খুব মুশকিলের হয়। এর কারণ কিন্তু কোলেস্টেরল বৃদ্ধি। হৃতিন্ডে রক্ত সঞ্চালন বাধা পেলে তখনই কিন্তু চোয়ালে সমস্যা হয়। চোয়ালের ব্যথা থেকেও পরবর্তীতে বুকে ব্যথা বাড়ে। তাই আগেভাগেই সচেতন হন। জীবনযাত্রায় আনুন পরিবর্তন। নিয়ম মাফিক শরীরচর্চাও কিন্তু জরুরি। বছরে একবার অবশ্যই কোলেস্টেরলের পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।

এবার প্রস্রাবের রঙ দেখেই জেনে নিন আপনি কোন রোগে আক্রান্ত

ইদানিং কোন কারণে ডাক্তারের কাছে গেলেই অন্যান্য অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার সাথে ডাক্তার কিন্তু আপনাকে প্রস্রাব বা ইউরিন টেস্টও দিয়ে থাকেন। এটি কিন্তু অযথা নয় বরং অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আপনার দেহের নানা পরিবর্তন বা অসুখের বিষয় ধরা

পড়ে আপনার প্রস্রাবের পরীক্ষার মাধ্যমেই।

আর আপনি নিজেও কিন্তু ঘরে বসেই জেনে নিতে পারেন অনেক অসুখের অগ্রিম বার্তা।

কীভাবে? আপনার প্রস্রাবের রঙ দেখে। দেখে নিন আপনার প্রস্রাবের রঙ কেমন হলে আপনি কোন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন।

১। স্বচ্ছ/সাদা :- আপনার প্রস্রাব যদি হয় স্বচ্ছ বা সাদা জলের মতন তবে আপনাকে সুস্থই বলা চলে। দেহে জলশুন্যতা নেই। সুতরাং যে পরিমাণ জল পান করছেন তা আপনার সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে কাজে দিচ্ছে বলাই বাহুল্য!

২। হালকা হলুদ :- এটি ততটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে দেহ থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থগুলো বেরিয়ে যাবার জন্যে আরো খানিকটা জল

প্রতিদিন খাবার দরকার আছে আপনার।

৩। গাঢ় হলুদ :- এর অর্থ আপনার শরীর যথেষ্ট পানি পাচ্ছে না। আপনার দেহের জলশুন্যতা রোধে দ্রুত যথেষ্ট জলপান করা প্রয়োজন।

৪। বাদামী বা কালচে বাদামী :- আপনার প্রস্রাবের রঙ যদি হয় বাদামী বা কালচে বাদামী রঙের তাহলে বুঝতে হবে আপনি হয়তো

লিভারের রোগে আক্রান্ত। অথবা চরম মাত্রার পানিশুন্যতাও এর আরেকটি কারণ হতে পারে। দ্রুত ডাক্তার দেখান।

৫। গোলাপী বা লালচে :- আপনি যদি সম্প্রতি জাম বা বিট জাতীয় ফল না খেয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাচ্ছে। এর নানা কারণ থাকতে পারে। যেমন, কিডনির সমস্যা, মূত্রনালীর সংক্রমণ, টিউমার বা প্রোস্টেটের সমস্যা।

৬। ফেনাযুক্ত প্রস্রাব :- সাধারনত কিডনির সমস্যার কারণে ফেনাযুক্ত প্রস্রাব হতে থাকে। এটি যদি নিয়মিত হয়, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। প্রস্রাবের রঙ দেখে মূলত আপনার দেহের পানির ভারসাম্য বুঝতে পারবেন। তবে যদি এতে কোন অস্বাভাবিক কিছু দেখে থাকেন, তবে অবহেলা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিনা কষ্টে ওজন কমানোর পন্থা

ওজন কমানো মুখের কথা নয়। তবে কিছু নিয়ম মানলে বাড়তি ওজন কমবে দ্রুত।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ইটড্রিংকবিঞ্জ ডটকম'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ রোনাল্ড স্মিথ বলেন, 'খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা এবং সুস্থ থাকার অন্যান্য উপায় অনুসরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তবে আলাদা সময় ব্যয় না করেও সহজ উপায়ে ওজন কমানো যায়।"

পানি পান

ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে স্মিথ বলেন, "ত্বক ভালো রাখতে এবং বিপাক বাড়াতে পানি পান উপকারী। প্রতি বেলায় খাওয়ার আগে এক গ্লাস পানি পান করা দ্রুত পেট ভরায়। এছাড়াও, স্বাস্থ্যপোকারিতা বাড়াতে লেবু পানি পান করা যেতে পারে।"

'হারা হাচি বু' পদ্ধতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ বিল ব্র্যাডলি বলেন, "এই খাদ্যাভ্যাস হল পূর্ণতার ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ভাগ খাওয়া।" পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী খাবারের রেসিপি-বিষয়ক বই 'ফুডস অব ক্রিট' এই লেখক ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমার সারাদিনই হালকা ক্ষুধার্থ থাকার অভ্যাস। এতে আমার শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং একই সঙ্গে ওজন কমাতেও সহায়তা করে। প্রথমে এটাকে বেশ কঠিন মনে হলেও পরে তা বেশ সহজ হয়ে গেছে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যালরি গুনে না খেলেও অতিরিক্ত খাবারের অভ্যাস ত্যাগ করা প্রয়জন।" ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা করা সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করার অভ্যাস না থাকা ক্ষতিকর। স্মিথের মতে, সকালে উঠে দেরিতে নাস্তা করা ক্ষুধাভাব বাড়ায় এবং ক্যালরি পোড়ানোর বদলে বাড়তি ক্যালরি যোগ করে। বেশি করে আপেল খাওয়া প্রতিদিন একটা আপেল খাওয়া নানারকম রোগ দূরে রাখে। এটা রোগ মুক্তির পাশাপাশি ওজন কমাতেও সহায়তা করে।

স্মিথ বলেন, ''নিজের ওজন কমানোর আগে বিকালে আমার মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তবে আপেল খাওয়ার অভ্যাস করার পর সেটা চলে গেছে। বলতে পারেন এটা ওজন কমানোর একটা গোপন অস্ত্র।" খাবারের সময় ছোট প্লেট ব্যবহার খাওয়ার সময় ছোটখাট কৌশল অনুসরণ অনেক বড় ফলাফল দিতে পারে।

স্মিথের মতে, "ছোট প্লেটে খাওয়া কম খাবার খেতে সহায়ক। এতে প্লেটে বেশি খাবার নিলে মস্তিষ্কে সংকেত যায় যে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাওয়া হচ্ছে ফলে সহজেই নিজেকে এর থেকে বিরত রাখা যায়।" দীর্ঘ মেয়াদী স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস কয়েকদিন নিয়ম মেনে চলে বা খাবারে পরিবর্তন এনে ওজন কমানো যায় ঠিক তবে সবসময় তা স্থায়ী হয় না। অনেকেই শুরুতে ওজন কমাতে পারলেও পরে তা আবার বেড়ে যায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে স্মিথ বলেন, ''ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহজ উপায় হল দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া।"

প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

এবার রাজ বব্বর কংগ্রেস ছাড়তে পারেন চড়তে পারেন সমাজবাদী পার্টির সাইকেলে

লখনউ, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার কংগ্রেস ছাড়তে পারেন অভিনেতা থেকে নেতা হয়ে ওঠা রাজ বব্বর। উত্তরপ্রদেশে ভোটের আবহে এই বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার দল ছাড়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনি পুরনো দল সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিতে পারেন। শোনা যাচ্ছে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে ছায়া যুদ্ধের কারণেই দল ছাড়তে পারেন এই নেতা। উত্তরপ্রদেশে প্রিয়াঙ্কা তাঁকে কোনওভাবেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না, অভিযোগ রাজ অনুগামীদের।

রাজ বব্বর বলিউডে সক্রিয় থাকার সময় থেকেই রাজনীতিতে গা ভাসান। তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব। ২০০৪- এ সমাজবাদী পার্টির টিকিট সংসদে যান। কিন্তু ২০০৮-এ মুলায়মের সঙ্গে গোলমালের কারণেই সমাজবাদী পার্টি ছেড়ে যোগ দেন কংগ্রেসে। পরের বছর ফিরজাবাদে মুলায়মের পুত্রবধূ তথা অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পলকে হারিয়ে লোকসভায় যান এই অভিনেতা-সাংসদ।

কংগ্রেস তাঁকে উত্তরপ্রদেশর সভাপতি পদে বসায়। টানা দশ বছর ওই পদে থাকার পর ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের দায় নিয়ে প্রদেশ সভাপতির পদ ছেড়ে দেন তিনি। তাঁর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রাহুল গান্ধীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয় দলের একাংশ। অন্যদিকে, প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের গ্রুপ ২৩-এর সদস্য হিসাবে তিনিও দলে সাংগঠনিক পরিবর্তন চেয়ে সরব হন। সই করেন সাংগঠনিক পরিবর্তনের দাবিতে সনিয়া গান্ধীকে পাঠানো খোলা চিঠিতে। সেই থেকে রাজের গান্ধী পরিবারের সঙ্গে এতটাই দূরত্ব বেড়ে যায় যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী উত্তরপ্রদেশে দলের দায়িত্ব পেতেই নিজেকে গুটিয়ে নেন এই অভিনেতা রাজনীতিক।

বিজেপি পুরো সমাজের জন্য কাজ করে মথুরায় জানালেন অমিত শাহ

মথুরা, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ষীয়ান নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবং সমাজবাদী পার্টির (এসপি) সঙ্গে বিজেপির তুলনা করে বলেন, বিজেপি, বহুজন সমাজ পার্টি বা সমাজবাদী পার্টির মত বর্ণবাদী, বংশবাদী বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে না। সমগ্র সমাজের জন্য উন্নয়নের কাজ করে বিজেপি'।

মথুরায় ''কার্যকর ভোটার কমিউনিকেশন'' অনুষ্ঠানে শাহ বলেন, 'বিজেপি সরকারের আগে উত্তরপ্রদেশ অনেক দিন ধরে এসপি এবং বিএসপি সরকার দেখেছে। বিএসপি এবং এসপি জাতিবাদ এবং বংশের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।' বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের প্রশংসা করে শাহ আরও বলেন, 'কেউ উত্তরপ্রদেশের সম্পূর্ণ উন্নয়নের মানচিত্র আঁকেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর এবং যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'' মন্ত্র এসেছিল সামনে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি একটি বর্ণের দল নয়, সমগ্র সমাজের দল।' তিনি ব্রজ অঞ্চলের জনগণকে সর্বদা পদ্ম বেছে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান, 'সেটি ২০১৪ বা ২০১৭ সালের নির্বাচন হোক।' তিনি বলেন, 'সাড়ে সাত বছরে দেশ ও উত্তরপ্রদেশের পরিবর্তনের কৃতিত্ব যদি কারও কাছে যায়, তবে তা উত্তরপ্রদেশের মহান মানুষের কাছে যায়।' প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সাতটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তরপ্রদেশে ভোট ১০, ১৪, ২০, ২৩ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ ও ৭ মার্চ সাত ধাপে ভোটগ্রহণ হবে। ফলাফল প্রকাশিত হবে আগামী ১০ মার্চ।

বটতলা এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

শিলঙে বাঙালিদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ মেঘালয় সরকার সমালোচনা বরাক ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ ফ্রন্টের

শিলচর (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : শিলঙে বাঙালিদের সুরক্ষা দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে মেঘালয় সরকার। লাগাতার বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার চলছে মেঘালয়ে। স্পর্শকাতর এ বিষয়ের নিন্দা জানিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ ফ্রন্ট (বিডিওয়াইএফ)। কয়েকদিন আগে মেঘালয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বাঙালি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সে সম্পর্কেও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিডিওয়াইএফ।

এক প্রেস বার্তায় ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্পার্ণব গুপ্ত বলেন, অবিলম্বে মেঘালয় সরকার দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। বিগত দিনেও দেখা গেছে, রাজ্যের বাঙালি সহ অন্যান্য অ-উপজাতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বহু আক্রমণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সরকার ও প্রশাসনের উদাসীনতার ফলেই দুষ্কৃতকারীদের সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন।

ফ্রন্টের আরেক আহ্বায়ক ইকবাল নাসিম চৌধুরী বলেন, মেঘালয়ে বাঙালিরা বহুদিন ধরে বসবাস করছেন। কিন্তু রাজ্যের উগ্র জাতীয়তাবাদী খাসি সংগঠনগুলো ক্রমাগত বাঙালি, পঞ্জাবি, মাড়োয়ারি সহ অন্যান্য অ-উপজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিদ্বেষমূলক আচরণ করছে। তাই ক্রমাগত ঘটনাপ্রবাহ বর্তমানে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। গত বছর ভোলাগঞ্জ, ইছামতিতেও রাজ্যের সংখ্যালঘু ভাষিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছিল। বাঙালিরা ব্যবসা করতে পারছেন না। যখন-তখন যার-তার ঘরে ঢুকে খাসি সংগঠনের ছেলেরা কাগজপত্র, আধারকার্ড ঘাঁটাঘাঁটি করে হয়রানি করছে বাঙালিদের। বিডিওয়াইএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক দেবায়ন দেব জানিয়েছেন, এ সবের প্রতিবাদ করলে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। মেঘালয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটা রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার নিয়ে বাঙালিরা সেখানে বসবাস করতে পারছেন না। এ বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মেঘালয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন তিনি। ভারতের উত্তরপূর্বের সুদৃশ্য পাহাড়ঘেরা রাজ্যে আবারও আশির দশকের মতো যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিডিওয়াইএফ-এর কর্মকর্তারা।

বিটিআর-এর দ্বিতীয় চুক্তি দিবস উদযাপিত কোকরাঝাড়ে

কোকরাঝাড় (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : কোভিড প্রটোকল মেনে আজ বৃহস্পতিবার বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর দ্বিতীয় চুক্তি দিবস উদযাপিত হয়েছে কোকরাঝাড়ে। এই উপলক্ষ্যে আজ সকাল নয়টায় কোকরাঝাড় শহরে বডোফানগরে অবস্থিত বিটিসি সচিবালয় চত্বরে জাতীয় পতাকা এবং শান্তির প্রতীক সাদা রঙের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করে বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো। এর আগে সকালে বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো বিটিআর চুক্তির দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জেলার দোতমা থুলংগাপুরিতে বডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যার্পণ করেন। এছাড়া ভাটিপাড়ায় বড়োল্যান্ড আন্দোলনের প্রথম শহিদ সুজিত নার্জারির প্রতিকৃতিতেও পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যার্পণ করেছেন প্রমোদ বড়ো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠী-সহ বড়ো জনগোষ্ঠীয় কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে ঐতিহাতিক তৃতীয় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অসমের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, তদানীন্তন বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি-সহ (এনডিএফবি-আর)-এর সভাপতি রঞ্জন দৈমারি, এনডিএফবি (প্রগ্রেসিভ)-র গোবিন্দ বসুমতারি, লরেন্স ইসলারি, এনডিএফবি (ধীরেন)-র ধীরেন বড়ো, এনডিএফবি (সং)-র সচিব বি সাওরাইগৌরা, নিখিল বড়ো ছাত্র ইউনিয়ন (এবসু) সভাপতি (বর্তমান বিটিআর-প্রধান) প্রমোদ বড়ো-সহ আরও কয়েকজন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীয় নেতা। এর পর ওই বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি বিটিএডি সদর কোকরাঝাড়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষ্যে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিকে, আজ নিখিল বড়ো ছাত্র সংস্থা সংক্ষেপে এবসুও কেন্দ্রীয়ভাবে বিটিআর চুক্তির দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন করেছে স্থানীয় বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে এবসু-র কেন্দ্রীয় সভাপতি দ্বীপেন বড়ো সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, এবং জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সঙ্গে শহিদ বেদি এবং বডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে মহালক্ষ্মী মন্দিরে প্রার্থনা করলেন মনোহর পার্কিরের ছেলে উৎপল

পানাজি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত মনোহর পার্কিরের ছেলে উৎপল পার্কির বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে বৃহস্পতিবার পানাজির মহালক্ষ্মী মন্দিরে প্রার্থনা করলেন। এদিন তিনি পানাজি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন উৎপল।

মন্দিরে এসে তিনি বলেন, আমি এখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইতে এসেছি কিন্তু আমি আশা করি এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে পানাজির মানুষ আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আমি আমার বাবার কাজ অনুসরণ করতে চাই।

নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয়ে তার আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাইলে উৎপল বলেন, 'পাঞ্জিমের জনগণের সমর্থনও দেখতে পাচ্ছেন। পঞ্জিমের ভবিষ্যতের জন্য তারা আমাকে ভোট দেবেন।' এদিন উৎপলের সঙ্গে ছিলেন মনোহর পার্কিরের বোন লতা। তিনি বলেন, 'পানাজির মানুষ মনোহর পার্কিরের সময়কে কখনোই ভুলতে পারবেন না। উৎপল পাঞ্জিম জনগণের জন্য নিখুঁত প্রার্থী। তাঁর বিধায়ক হওয়ার সমস্ত গুণ রয়েছে।'

প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়া বিধানসভা নির্বাচন এবং ভোট গণনা ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

করিমগঞ্জের আসাইঘাটে কোভিড বিষয়ক সচেতনতা অভিযান বেসরকারি সংস্থার

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : নেহরু যুবকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এবং লোয়াইরপোয়া ব্লকের ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর আসাইঘাট গ্রামের চয়ন সংঘের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দশদিনব্যাপী কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।

তাদের কার্যসূচির মধ্যে ছিল এলাকার জনগণের বাড়িঘর, বাজারহাট, মঠ-মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে ছাত্রছাত্রী সহ জনতাকে করোনা সম্পর্কে সচেতন করা। পাশাপাশি মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি বিতরণ করাও ছিল সংস্থার অন্যতম কাজ। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বাসিন্দাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদেরকে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করা ও করোনা বিষয়ক লিফলেট বিতরণ, দেওয়াল লিখন এবং জনবহুল এলাকায়গুলিতে স্যানিটাইজেশন করা।

পঞ্জাব নির্বাচনে ২৭ প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বৃহস্পতিবার আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ২৭ প্রার্থীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। দলে বাটালা থেকে ফতেহ সিং বাজওয়াকে প্রার্থী করেছে, বিজয় সাম্পলা ফাগওয়ারা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তাদের বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে প্রার্থীদের তালিকার মধ্যে রয়েছে: সীমা কুমারী (ভোয়া), পারমিন্দর সিং গিল (গুরুদাসপুর), কুলদীপ সিং কাহলাওন (ডেরা বাবা নানক), প্রদীপ সিং ভুল্লর (মাজিথা), কুমার অমিত বাল্মিকী (অমৃতসর পশ্চিম এসসি), বলবিন্দর কৌর (আত্তারি এসসি), নরিন্দর পাল সিং চন্ডি (শাহকোট), সুরিন্দর মাহে (করতারপুর এসসি), সর্বজিৎ সিং মক্কর (জলন্ধর ক্যান্ট), পারমিন্দর শর্মা (আনন্দপুর সাহেব), ইকবাল সিং লালপুরা (রূপনগর), দর্শন সিং শিবজোট (চমকৌর সাহেব) , সঞ্জিব বশিষ্ঠ (এসএএস নগর), রঞ্জিত সিং গাহলেওয়াল (সামরালা), প্রবীণ বনসাল (লুধিয়ানা উত্তর), হারজোত কমল মোগা (মোগা), গুরপারভেজ সিং সান্ধু (গুরু হর সহায়), বন্দনা সাংওয়ান (বল্লুআনা এসসি), রাকেশ ধিংরা (লাম্বি) , ধিয়াল সিং সোধি (মৌর), ধীরাজ কুমার (বারনালা), রণদীপ সিং দেওল (ধুরি), গুরপ্রীত সিং শাহপুর (নাভা এসসি), জগদীশ কুমার জগ্গা (রাজপুরা) এবং বিকাশ শর্মা (ঘনৌর)। এর আগে, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা পঞ্জাবের ১১৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬৫টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। যেখানে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের দল ৩৭টি আসনে এবং সুখদেব সিং ধীন্ডসার দল ১৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

চারদিনের সফরসূচি নিয়ে শিলচর পৌঁছলেন আরএসএস-প্রধান মোহন ভাগবত

শিলচর (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : চারদিনের সফরসূচি নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার শিলচরে এসে পৌঁছেলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। এদিন আগরতলা থেকে ট্রেনে চেপে দুপুর সোয়া বারোটা নাগাদ বদরপুর রেলস্টেশনে নামেন সংঘ-প্রধান। বদরপুর থেকে সড়কপথে আসেন শিলচরে। বিকেল পৌনে দুটা নাগাদ তিনি পৌঁছেন শিলচর শহরে অম্বিকাপট্টিতে আরএসএস কার্যালয় কেশব নিকেতনে। সেখানে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি দিয়ে উষ্ণ স্বাগত জানানো হয় আরএসএস-এর সরসংঘচালক মোহন ভাগবতকে। কেশব নিকেতনেই চারদিন যাপন করবেন তিনি। চারদিনের কার্যসূচির মধ্যে রয়েছে সংঘের সাংগঠনিক কাজকর্মের খোঁজখবর নেওয়া। সংঘের বিভিন্ন পদমর্যাদার পদাধিকারী, প্রচারকদের সঙ্গে কয়েকটি বৈঠকে বসবেন তিনি। এছাড়া সংঘের বিবিধ ক্ষেত্রের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক ছাড়াও শিলচর শহরের কয়েকজন বিশিষ্টজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে মোহন ভাগবতের। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির জন্য নাগরিক কার্যক্রম বা বড়্ধরনের বৈঠক আয়োজন রাখা হয়নি। আগামী ৩১ জানুয়ারি তিনি শিলচর থেকে নাগপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, জানান আরএসএস-এর দক্ষিণ আসাম প্রান্ত প্রচারপ্রমুখ ড় অভিজিৎ নাথ।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

মনির হোসেন,ঢাকা,২৬ জানুয়ারী।। ভারতীয় হাই কমিশন তাদের চ্যান্সেরি প্রাঙ্গণে দেশটির ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছে। বুধবার ভারতীয় হাই কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার বিক্রম কে. দোরাইস্বামী ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভারতের রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠ করেন। এতে বলা হয়, ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকগণ কোভিডবিধি অনুসরণ করে এই গণতন্ত্র দিবস উদযাপনে যোগ দেন এবং তাদের পরিবেশনায় একটি দেশাত্মবোধক গানের আয়োজন করা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক প্রয়াত ইন্দ্রনীল দাসের স্মৃতিতে করিমগঞ্জে জেলা সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শোকসভা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াত কংগ্রেস নেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ইন্দ্রনীল দাসের স্মৃতিতে আজ বৃহস্পতিবার দলীয় জেলা সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় ও বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ প্রয়াত ইন্দ্রনীলের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এদিনের শোকসভায় বিশিষ্টজনের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, জেলা কংগ্রেসের মিডিয়া কোষের আহ্বায়ক শুভংকর দাস, রীনা চক্রবর্তী, নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ, জেলা পরিষদ সদস্য শংকর মালাকার, প্রাক্তন উপ-পুরপতি পার্থসারথি দাস, প্রদীপ কুরি প্রমুখ। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আসান আহমেদ, মৃণাল দাস, ভিকি কুরি, ভরত রাউত, জওহর ভট্টাচার্য, ফটিক বণ প্রমুখ। দলীয় জেলা সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আজকের শোকসভার প্রারম্ভে প্রয়াত ইন্দ্রনীল দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা কংগ্রেসের পদাধিকারীগণ। সভার শেষে প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে তুলতে ভারতের সাথে কাজ করবে বাংলাদেশ: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,২৬ জানুয়ারী।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে তোলার অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ আগামী ৫০ বছর এবং বেশি সময় ধরে ভারতের সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

ভারতের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাঠানো এক বার্তায় তিনি বলেন, ২০২১ সালটি বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক বছর। এ উপলক্ষ্যে দু'দেশের সম্পর্কের বার্ষিকী যুগান্তকারী অনুষ্ঠান ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে।

ভারতের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার, জনগণ ও নিজের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণকে উষ্ণতম শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানান।প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ২০২১ সালের মার্চ মাসে নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরটি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।তিনি আরো বলেন, আপনার সহৃদয় উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানগুলো উদযাপনে বাড়তি উদ্দীপনা যোগ করেছিল এবং আমাদের দু'দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় ও জোরদার করেছে।

শেখ হাসিনা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার ও জনগণের সমর্থনের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে বলেন, এটা দু'দেশের মধ্যে একটি অনন্য সম্পর্কের ভিত গড়ে দিয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ৬ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী যৌথভাবে মৈত্রী দিবস' উদযাপন দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান এই বিশেষ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭১ সালের এই দিনে ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর সময়ে বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও অনেক নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দু'দেশের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ মৈত্রী, সহযোগিতা ও আস্থার অনন্য সম্পর্ক আরো জোরদার ও সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে 'আজাদিকা অমৃত মহোৎসব' উদযাপন বিশেষভাবে আনন্দপূর্ণ হয়ে ওঠবে।

সুদীপ বর্মণ ও অনুগামী বিধায়কদের গোমতী ও সিপাহীজলা জেলা সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। বিজেপির তিন সংস্কার পন্থী বিধায়কের গোমতি ও সিপাহী জলা জেলা সফর ঘিরে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। আগামীদিনের রাজনৈতিক দিক নির্দেশ করতে বৃহস্পতিবার উদয়পুর সফরে আসেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিষ কুমার সাহা এবং বিধায়ক বুর্বো মোহন ত্রিপুরা।

উদয়পুর ছনবন এলাকার রাজর্ষি দত্তের বাড়িতে উদয়পুর সহ গোমতী জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পুরোনো দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে সাক্ষাত করে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে আগামীদিনের দিক নির্দেশ করার সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। সুদীপ রায় বর্মনের এই আগমন ও আলোচনাসভাকে ঘিরে উনার পুরোনো অনুগামী ও কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্যে করা যায়। এই আলোচনা সভায় প্রায় দেড় শতাধিক কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

এদিন এই আলোচনাসভায় স্থানীয় নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের সদস্য টিটন পাল, কাকড়াবনেরা রাজীব সমাদ্দার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আজ ছিলো সংস্কার পন্থী বিধায়কদের সপ্তম জেলা সফর। বৃহস্পতিবার প্রথমে উদয়পুর এবং পরবর্তীতে সোনামুড়া সফরে যাবেন বলে জানান সুদীপ বাবু। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিন বিজেপি সংস্কার পন্থী বিধায়কের আগমনে রাজনৈতিক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে উদয়পুরে।

মন্ত্রকের

● প্রথম পাতার পর

নিন্দা করেন।

যত সময় এগোচ্ছে ততই জোরদার হচ্ছে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ। বিহার -উত্তরপ্রদেশের আন্দোলনরত পড়ুয়ারা এবার বিহার বনধের ডাক দিলেন।সিপিআই(এমএল)-এর ছাত্র ইউনিয়ন আইসা এবং অন্যান্য যুব সংগঠনগুলি শুক্রবার ''বিহার বনধ''-এর ডাক দিয়েছে। সেইসঙ্গে কেন্দ্রের তরফ থেকে গঠিত কমিটিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে।

আইসা-র সাধারণ সম্পাদক ও বিধায়ক সন্দীপ সৌরভ-সহ অন্যান্যরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, মন্ত্রক যে কমিটি গঠন করেছে, তা উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত রাখার 'ষড়যন্ত্র'। প্রার্থীদের প্রশ্ন তোলা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। চরম বেকারত্বের মুখোমুখি ছাত্র যুবদের এই বিশাল আন্দোলন এমন এক সময়ে উদ্ভূত হয়েছে যখন ইউপিতে একটি নির্বাচন রয়েছে। এর চাপে সরকার ও রেলওয়ের এই প্রস্তাব এসেছে এবং নির্বাচন পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত রাখার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

রেলের চাকরির পরীক্ষায় বেনিয়মের অভিযোগ তুলে দফায় দফায় সরব হয়েছেন চাকরি প্রার্থীরা। তাঁদের এই বিক্ষোভের অশান্ত হয়ে উঠেছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। এহেন ঘটনাকে ঘিরে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। বিগত কয়েক দিন ধরে আরআরবি-এনটিপিসি-র ফলাফলে কারচুপির বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ-বিহারে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলছে। বুধবার গয়া জংশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষুব্ধ চাকরি প্রার্থীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেলও ছোঁড়ে পুলিশ বলে খবর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়ায় প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকাউত্তোলন করেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭শে জানুয়ারি।। বুধবার সকাল ৯ টায় বিলোনিয়া বি কে আই ময়দানে জেলাভিত্তিক ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানের পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা , মন্ত্রী প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন এবং আরক্ষা দপ্তর এর অভিবাদন গ্রহণ করেন, সমস্ত রকমের করুণা বিধি কে মান্যতা দিয়ে এ দিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, প্রজাতন্ত্র দিবসে মন্ত্রী আলোচনা রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন, এবং ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত করার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি সকল অংশের অভিভাবক ও জনগণকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থেকে সমাজ সচেতনতার উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান রাখেন, এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কুলদীপ সিং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত,বিলোনিয়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, এবং বিলোনিয়া মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগন।

মৎস্য চাষীদের নানা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে জেলেদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে কাকড়াবন রুরাল ডেভেলপমেন্ট দপ্তর। বৃহস্পতিবার কাকড়াবন কমিউনিটি হল ঘরে কাকড়াবন আর ডি ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে মৎস্য চাষীদের স্বাবলম্বন করতে মাছ ধরার কুনি জাল,আইসবক্স, বাইসাইকেল ও অটোরিক্সা বিতরন করা হয়।৫৪ টি মাছ ধরার কুনি জাল, আইসবক্স সহ পাঁচটি বাইসাইকেল, একটি অটো রিস্কা প্রদান করা হয়। জেলেরা যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং নালা,নর্দমা, খাল -বিল জলাশয় থেকে মাছ ধরে বাজার জাত করার লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টা নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী অল্প কিছুদিনের মধ্যে কোভিড বিধি মেনে ৫০০জন মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। মাছ ও মাছজাত দ্রব্য আরো বেশি বাজার জাত করা যায়। মৎস্যচাষীরা বিভিন্ন সামগ্রী পেয়ে যারপরনাই খুশি। সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শুভ সূচনা করেন গোমতি জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি দেবল দেবরায়। মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক বিজয় কান্তি ঘোষ ,কাকড়াবন ফিশারি অফিসার বিশ্বজিৎ দাস।

বিশিষ্ট সমাজ সেবক জীতেন মজুমদার, কাকড়াবন আর ডি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন সুপ্রিয় সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে করা হয় এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিজয় ঘোষ, দেবল দেবরায় সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ।

উদয়পুরে বাইক দুর্ঘটনায় নিহত যুবক, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক এবং আহত এক। মৃত যুবকের নাম গৌতম সিং(৩৫) ঘটনা, উদয়পুর গর্জি পুলিশ ফাঁড়ি থানার অন্তর্গত নতুন ইলেকট্রিক অফিস সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি পালসার বাইকে করে গৌতম সিং এবং জয়ন্ত নোয়াতিয়া নামে দুই যুবক গর্জি নতুন ইলেকট্রিক অফিস সংলগ্ন এলাকায় পৌছলে হঠাৎ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকজন খবর দেয় উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ও গর্জি পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুজনকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গৌতম সিং কে মৃত বলে ঘোষনা করে। দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না, প্রায় প্রতিদিনই যান দুর্ঘটনায় সংঘটিত হচ্ছে, ট্রাফিক দপ্তর কে আরেকটু দায়িত্ব পালনের দাবি উঠেছে।

দুর্নীতিতে

● আটের পাতার পর

ছেয়ে যাচ্ছে গোটা রাজ্য। এই নেশার কারণেই যুবদের একটা অংশ চুরি পর্যন্ত করছে। গতকাল রাতে তাঁর বাড়িতেও চুরি হয়েছে। বৃষ্টিসন্নাত রাতে আম গাছ বেয়ে বেলকনি থেকে চারটি পিতলের টব নিয়ে যায় চোর, জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সবশেষে তিনি বলেন, এদিন রাজ্য কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ২০২৩ বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিতে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক আন্দোলনে নামবে সিপিএম। সবকটি আন্দোলন হবে জনস্বার্থে এবং সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই। একযোগে আন্দোলন চলবে রাজ্যের সমস্ত মহকুমা ও ব্লকে। ধর্না, গণ-ডেপুটেশন থেকে শুরু করে মিছিল-মিটিং ইত্যাদি হবে। তাছাড়া ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় হবে দলের রাজ্য সম্মেলন। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলে সম্মেলনের আগে কিংবা পরে একটি জনসভা করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

বিভ্রান্তি

● আটের পাতার পর

বর্তমান সরকার এবং রাজ্যবাসী বলে জানান সুশান্ত চৌধুরী।

সি সি আই এম জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভাজন তৈরী করে ফায়দা লুটতে চায়। সেখানে দুটি দল আলাদা সেখানে তারা বলছে বিজেপি-কে আড়াল করতে চেষ্টা করছে তিপ্রা মথা। দুই দলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়। আসলে তাদের সংস্কৃতি এ ধরনের অপপ্রচার করা। সিপিআইএমের এ ধরনের অপপ্রচার করার মূল উদ্দেশ্য হলো তারা রাজ্যে একটা অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। শ্রী চৌধুরী আরো বলেন, ১০,৩২৩ নিয়ে সিপিআইএম এখন মায়া কান্না করছে। কিন্তু ১০.৩২৩-এর সৃষ্টিকর্তা সিপিআইএম। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে, কোর্টের নির্দেশ অবজ্ঞা করে চাকরি দিয়েছিল। আর এখন তাদের ব্যবহার করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে, বিশেষ করে উদীয়মান আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্য এশিয়ার সমস্ত দেশে ঐতিহাসিক সফর করেছিলেন। এটি দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক ফোরামে দুই দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বিনিময় দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রীদের পর্যায়ে ভারত-মধ্য এশিয়া সংলাপের সূচনা সম্পর্কের গতি বাড়িয়েছে।

অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ব্যানার্জি পাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছেঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক বিকাশে ও একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের নাগরিককে উন্নয়নে অংশীদার করে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। আজ সিপাপীজলা জেলার জেলা সদর বিশ্রামগঞ্জে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক জীবনমানের উন্নয়নের পাশাপাশি ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশেও সরকার আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছে।

ট্রেনের নীচে ঝাপ দিয়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। রেলে কাটা পড়ে আবারো মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনা মঙ্গলবার রাজধানীর যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে। মৃত ব্যক্তির নাম জীবন আচার্য। বয়স আনুমানিক ৫২ বছর।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, জীবন আচার্য তেলিয়ামুড়া তার বোনের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর বোনের কাছ থেকে ৫০ টাকা গাড়ি ভাড়া নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে এসে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। হটাত অপর একটি রেলের নিচে ঝাঁপ দেন তিনি। তাতে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় জীবন আচার্যের। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে রেলে কাটা পড়ে মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

এদিকে খবর পেয়ে নিহতের পরিবারের লোকজন যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে ছুটে আসেন। কেন আত্মহত্যা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

. কন্যা সন্তানদের যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানালেন দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য আধিকারীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭শে জানুয়ারি।। 'কন্যা সন্তান সমাজের বোঝা নয়, কন্যা সন্তান ঘরের লক্ষী' এমনই বার্তা দিয়ে দেশের ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে - বিলোনীয়া সুকান্তনগর পঞ্চায়েত এলাকায় সমীরণ দত্তের বাসভবনে আয়োজিত বিবাহ অনুষ্ঠানে নব দম্পতি সুকান্ত দত্ত ও পায়েল পালকে অভিনন্দন জানান। বুধবার সকালে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে এমনটাই বার্তা দিলেন দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জগদীশচন্দ্র নমঃ। সমাজে নারীদের সমান অধিকারের বার্তা নিয়ে কন্যা সন্তানদের যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ,ঝটিকা সফরে গিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এক শিশুকন্যা সন্তানের জননীর সাথে আন্তরিকভাবে কন্যাসন্তান সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।পাশাপাশি তিনি বিয়েবাড়িতে গিয়ে নবদম্পতিকে স্বাগত ও আশীর্বাদ জানিয়ে সঠিক পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে- দাম্পত্য জীবনকে সুখকর করে তোলার জন্য ওদের হাতে পুষ্পস্তবক এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কিট তুলে দেন, তিনি আরো বলেন মেয়েরা হল দূর্গা,সরস্বতী, লক্ষ্মীর অপর এক রূপ, স্বাস্থ্য আধিকারিক নবদম্পতিদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখকর হয় এই আশা ব্যক্ত করেন, পাশাপাশি তিনি বিলোনীয়া আমজাদ নগর এলকায় গিয়ে এক শয্যাশায়ী বৃদ্ধের শারিরীক অবসার খোঁজ খবর নেন , স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে হাতে ফল মিষ্টি তুলে দেন, এবং ওনার সুসতার জন্য সুপরামর্শ দেন। ৭৩ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দক্ষিণ জেলা মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ সমাজে এ ধরনের সচেতনতা মূলক বার্তাকে সাধারণ অংশের জনগণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে মনে করছেন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

উপর বিশ্রামগঞ্জ থানার সামনে রাস্তা অবরোধে বসেন জনজাতীয় অংশে লোকেরা। জনজাতি অংশের লোকদের দাবি ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করে দিতে হবে সেই দাবি নিয়ে রাস্তা অবরোধে প্রায় এক ঘন্টার উপরে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে উপর বিশ্রামগঞ্জ থানা সামনে অবরোধে বসে থাকেন জনজাতি অংশের লোকজন। বিশ্রামগঞ্জ থানার এসআই শ্রীকান্ত চক্রবর্তী প্রথম তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। মুহূর্তের মধ্যে নিহত শান্তি দেববর্মা দেহটি নিয়ে আসা হয় অবরোধ স্থলে। পরবর্তী সময়ে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের উপর বিশ্রমগঞ্জ থানার সামনে ছুটে আসেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল দাস।

রাহুল দাস এসে অবরোধকারীদের নেতৃত্বে দেওয়া সুরেন দেববর্মার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু অবরোধকারীরা কোন অবস্থাতে মানতে রাজি নয় অবরোধকারীদের দাবি ঘাতক গাড়িটিকে আটক করতে হবে। অবশেষে অবরোধকারীদের সাথে কথোপকথন করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাহুল দাস ৪৮ ঘণ্টার সময় নেন। ওই ঘাতক গাড়িটিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আটক করে আনবেন বলে আশ্বাস দিলে অবরোধকারীরা রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নেন। নিহত শান্তি দেববর্মার মৃত্যুর খবর শুনে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতলে তার পাড়া-প্রতিবেশীরা জড়ো হয়। পরবর্তী সময়ে ময়নাতদন্ত শেষে তার দেহ তুলে দেওয়া হয় তার পরিবারের নিকট। শান্তি দেববর্মা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী ছিলেন পুরানবাড়ি রংমালা এলাকায়।

দুর্ঘটনায় উনার দুই ছেলে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তবে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায় দুর্ঘটনা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে। বুধবার দুর্ঘটনা নিহত শান্তির দেববর্মার যখন এসপি অফিসের রাস্তা দিয়ে জাতীয় সড়কে উঠছিলেন ওই সময়ে শান্তি দেববর্মার মাথায় কোন ধরনের হেলমেট ছিল না সেই কারনেই বুলেরো গাড়ি চাপায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ যায় বলে এলাকার লোকজন জানায়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্যে প্রথম সফল ওপেন হার্ট সার্জারি এর অন্যতম নজির। তার পাশাপাশি এই ধরনের অস্ত্রোপচারে অনেক ব্যয় হলেও ঐ মহিলার আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকার সুবাদে তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। ওপেন হার্ট সার্জারির পাশাপাশি হৃদরোগ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচারও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও মিলছে এই সংক্রান্ত অন্যান্য পরিষেবা। অটল বিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক ক্যান্সার হাসপাতাল পূর্বাঞ্চলের অন্যতম উন্নত পরিষেবা সম্পন্ন হাসপাতাল হিসেবে গড়ে উঠেছে। সরকারের সময় উপযোগী সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে লাগাম টানা সম্ভব হয়েছে কোভিড সংক্রমণে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অত্যাধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবার প্রদানের দ্বারা শীঘ্রই রাজ্যের বাইরে রেফারের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে গুরুত্ব সহকারে কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মিমি মজুমদার বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ রাজ্যব্যাপী প্রতিফলিত হচ্ছে। উন্নয়নের নিরিখে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা এসেছে। নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে ও বিভিন্ন সহায়তা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে সরকার। এরপর মুখ্যমন্ত্রী, পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কৃষি জমি পরিদর্শন করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিসিএ-র সভাপতি ডা. মানিক সাহা, পূর্বোদেয়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নিতি দেব প্রমুখ।

উদযাপিত

● আটের পাতার পর

প্রতিবছর ২৬ নভেম্বর দিনটি আমরা সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশের সংবিধান বিধিবদ্ধভাবে কার্যকর হয়েছিলো। সেই দিনটিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেই প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে দেশব্যাপী প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষায় আমরা দায়বদ্ধ থাকলেও দেশে কখনও কখনও সেই অঙ্গীকার রক্ষার সংকট দেখা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেশের জনগণের মানসিকতা, দেশভক্তি ও দেশপ্রেমের নতুন এক প্রভাব তৈরি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের সংবিধানের সাংবিধানিক বিভিন্ন মূল্যবোধ যেমন সার্বভৌমত্ব, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার, সাম্য, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রকৃত মানব কল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি বলেন, ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ। এখানে বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছেন। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বৈচিত্র থাকলেও একজাতি একপ্রাণ একতা জাতীয় আদর্শ হিসেবে সুদীর্ঘ অতীত কাল থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে। এই আদর্শকে আরও সুদৃঢ় করতে সকলকে আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আগরতলার গান্ধীঘাটে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। গান্ধী বিকাশ সমিতি ও সদর মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আজ সকালে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গান্ধীঘাটে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরপারিষদ তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। শ্রদ্ধা অর্পণ শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সারা দেশ আজ এই মহান দিনটি উদযাপন করছে। ভারত এমনই একটি দেশ যেখানে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মেলবন্ধ রয়েছে। এই দিনটিকে প্রত্যেক ভারতবাসী হিসেবে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি। দেশের সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্যেও এদিন শ্রদ্ধা জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সকালে অ্যালবার্ট এক্কা পার্কের শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দেশের শহীদ ও বীর জওয়ানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এরপর পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সৈনিক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা তথা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জে পি তিওয়ারি, সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা, সৈনিক কল্যাণ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানে টিএসআর-১১ নং ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার মুকেশ মজুমদারের নেতৃত্বে জওয়ানগণ বিউগল বাজিয়ে শহীদ বীরজওয়ানদের প্রতি সেলামি প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশের জনগণ ও রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আমাদের এই মহান দেশের জন্য আমরা গর্ববোধ করি।

রাজ্যপাল

● আটের পাতার পর

পদক পেয়েছিলেন তারা হলেন শংকর দেবনাথ- আইপিএস, সন্তোষ শীল ইন্সপেক্টর, দুলাল চন্দ্র দত্ত- ইন্সপেক্টর, বীরেন্দ্র দেববর্মা- এসআই, নীলকমল সিনহা হাবিলদার ও অসীম দত্ত- হাবিলদার। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে ২০২১ সালে বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ হিসেবে পদ্মবিল ফরেস্ট রেঞ্জ ও সেকেন্ড বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ হিসেবে অভয়া ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জকে পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য পদ্মবিল ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ভবানী দেববর্মা ও অভয়া ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুব্রত সেনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

২০২২ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যের ৭ জন পুলিশ অফিসার ও কর্মী রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন। এসআই দেবজিৎ ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্টস পুলিশ মেডেল পদক পাচ্ছেন। তাছাড়াও ঠাকুরচান দাস- সুবেদার, মাধবী দাস- এসআই, সঞ্চিতা নাথ- এসআই, সমর মুড়াসিং- হাবিলদার, পূর্ণিমা দেববর্মা নায়েক ও অপর্ণা রাণী দাস- কনস্টেবল 'পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস" পদক পাচ্ছেন। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

বিশ্রামগঞ্জে

● আটের পাতার পর

থেকে ২১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। লরির চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে শুকনো গাঁজা গুলি বিহার পাচার করা হচ্ছিল বলে জানান বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি বিদ্যা দেববর্মা। গাঁজা পাচার কাণ্ডে জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার করা হয় লরি চালক খুশনুর আলম (২৭) কে। তার বাড়ি বিহার বলে জানা গেছে।

দিলেন সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

শাসনের গৌরবময় অধ্যায়ের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে বলেন, রাজ আমলে ত্রিপুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গঠনমূলকভাবে এগিয়ে গেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পূর্ণ রাজ্যের তকমা মাথায় নিয়েও টাটা চড়াই-উতরাই ও ঘাত-প্রতিঘাত কাটিয়ে ৫০ বছর পূর্তির দৌড়গোড়ায় এসে পৌচেছি।

তাঁর দাবি, গত ৫০ বছরে ত্রিপুরার নানা রাজনৈতিক সমীকরণের সাক্ষী রয়েছে। বিধানসভার পূর্ণতায় আস্থা রেখে ত্রিপুরাবাসী লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে নানা আন্দোলনে জয়ী হয়েছে। বিভিন্ন প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের রাজ্য দেশ-বিদেশ জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্নেহধন্য এই রাজ্যে কুমার শচীন দেববর্মন সহ অনেক খ্যাতনামা মানুষের বসবাস রয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় ১৯টি জনজাতি অংশের মানুষের বসবাস। তাঁদের খাদ্য, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আলাদা হলেও দিনের শেষে পাহাড়-সমতলের মধ্যে ঐক্যে আমরা অনন্য।

সুদীপের কথায়, ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য বহু মানুষ দিনরাত স্বপ্ন দেখছেন। মহারাজা বীর বিক্রমের স্বপ্নের আগরতলা আজ স্মার্ট সিটিতে রূপান্তর হচ্ছে। এখনো রাজ্যের অগ্রগতি ভেবে দেশ-বিদেশে বহু মানুষ রাত জাগেন। তাই তিনি ডাক দেন, চলুন নতুন এক অঙ্গীকারে রাজ্যকে সাজাই। হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে আমরা হাতে হাত রাখি। আমরা চাই না জাতপাত, ধর্মের নাম রাজনীতি। তাঁর আক্ষেপ, এখনো রাজনৈতিক হিংসায় মানুষের বাড়িঘর পুড়ছে। ত্রিপুরার যুবক-যুবতীরা নেশার কবলে ডুবে যাচ্ছে। সুদীপের দাবি, ওই যুবক-যুবতীদের সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে জীবনের মূলস্রোতে নিয়ে গিয়ে তাঁদের দিয়েই গড়তে হবে ত্রিপুরার উন্নয়নের ভিত। মুখে বড় কথার বদলে শপথ নেওয়া হোক, মিথাবাদী, প্রতারক, অর্থলোভী ও কমিশন বাণিজ্যের পান্ডাদের থেকে ত্রিপুরাকে আমরা বাঁচাব।

তিনি নিজেকে সকলের ঘরের ছেলে দাবি করে নির্ভয়ে এগিয়ে চলার বার্তা দেন। তাঁর কথায়, ভয় পাওয়ার সময় শেষ। এখন সময় এগিয়ে চলার, নতুনভাবে শপথ নেওয়ার। সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি, ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাব আমরা। সকলকে একসাথে নিয়ে পথে হাঁটব আমরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সুদীপ রায় বর্মণ তলে তলে ঘুটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছেন। মোক্ষম সময়ে চাল খেলার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য সমস্ত কৌশল নিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ। ফলে, আগামীদিনে ত্রিপুরার রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

চারজনের

● প্রথম পাতার পর

রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৬৯ জন, উত্তর জেলায় ৩২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৯ জন, দক্ষিণ জেলায় ১১ জন, ধলাই জেলায় ২১ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩৮ জন, খোয়াই জেলায় ৯ জন এবং গোমতি জেলায় ১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে অনিল কুম্বলেকে কৃতিত্ব দিলেন রবি বিষ্ণোই

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে অনিল কুম্বলকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন রবি বিষ্ণোই। বুধবার রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা দু'টি ঘরানার দলেই সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আইপিএল-এ পঞ্জাব কিংসে থাকাকালীন অনিল কুম্বলের সান্নিধ্যে ছিলেন রবি। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর ভারতের প্রাক্তন কোচকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন তিনি।

গত কয়েক দিন আগেই বহু মূল্যে তাঁকে কিনেছে আইপিএল-এর নতুন দল লখনউ সুপার জায়ান্টস। এরপরই জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তিনি। যা নিয়ে রবি বলেন, "অনিল স্যারের থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং সেই শিক্ষাগুলোই আমাকে এত ভাল ক্রিকেটার করে তুলেছে। কী ভাবে নিজের পাশে নিজেই দাঁড়াতে হয় এবং চাপের মুখে আশা রাখতে হয়, সেটা ওঁর কাছ থেকেই শেখা। প্রচণ্ড সাহায্য করেছে এটা। সব সময় আমাকে বলেছেন নিজের শক্তির উপরে জোর দিতে, সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে এবং পরিকল্পনা কাজে লাগাতে। বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাস্তায় কোনও দিন হাঁটিনি। খোলা মনে খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন উনি।"

রবি জানিয়েছেন, জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। এ বার সুযোগ পেয়ে নিজেকে নিংড়ে দিতে চান। রবির কথায়, "বড় প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য নিজেকে তৈরি করছিলাম, যাতে সুযোগ পেলে নিজের একশো শতাংশ দিতে পারি। আমার লক্ষ্য ছিল ভাল খেলা এবং সুযোগের অপেক্ষা করা। রাহুল ভাই দলের নেতৃত্ব দেওয়ায় আমার পক্ষে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে। কারণ ওর সঙ্গে আগেই পঞ্জাবে খেলেছি।" যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে রোহিত শর্মার অধীনেই খেলতে হবে রবিকে।

ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি(হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রায় আড়া বছর পর ফের ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওডিআই দলে ফিরলেন কেমার রোচ। দলে ফেরানো হল এনক্রুমাহ বনার এবং ব্রেন্ডন কিংকেও।

টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্য রোচ। কিন্তু এক দিনের ফরম্যাটে সাম্প্রতিক কালে খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। ২০১৯-এ ভারতের বিরুদ্ধেই শেষ বার পোর্ট অব স্পেনে খেলেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখ্য নির্বাচক ডেসমন্ড হেনেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'রোচ আমাদের অন্যতম সেরা জোরে বোলার। দ্রুত ভারতের উইকেট তুলতে ওর মত বোলারই আমাদের দরকার। তা ছাড়া আমরা চাই, দলের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা রাখতে। এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে একটা জায়গার জন্য অনেকে লড়াইয়ে থাকবে।"

তাঁর সংযোজন, 'আমরা চাই হাতে অনেক বেশি ক্রিকেটার থাকুক যাদের মধ্যে থেকে সঠিক ক্রিকেটারদের আমরা বেছে নিতে পারব। যে দল নির্বাচন করেছি তা খুবই শক্তিশালী। ভারতে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই এই সিরিজকে দেখছি।' এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষিত হয়নি। জানা গিয়েছে, তা হবে শুক্রবার।প্রসঙ্গত, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে এক দিনের সিরিজ। প্রতিটি ম্যাচই হবে আমদাবাদে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল: পোলার্ড (অধিনায়ক), ফ্যাবিয়ান, বনার, ব্রাভো, ব্রুকস, হোল্ডার, হোপ, আকিল, জোসেফ, কিং, পুরান, রোচ, রোমারিয়ো, ওডিয়ান এবং ওয়ালশ জুনিয়র। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

প্রয়াত ১৯৬৪ অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী হকি দলের অধিনায়ক চরণজিৎ সিং

উনা, ২৭ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রয়াত ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক চরণজিৎ সিং। বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের উনায় নিজের বাড়িতেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। সন্ধেবেলা তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

পাঁচ বছর আগে স্ট্রোক হয় এই হকি তারকার। এরপর থেকেই তিনি ভালভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না। বয়সজনিত অসুস্থতাও তাঁকে গ্রাস করেছিল। দীর্ঘ রোগভোগের পর এদিন প্রয়াত হলেন।প্রয়াত হকি তারকার ছোট ছেলে ভিপি সিংহ জানিয়েছেন, 'পাঁচ বছর আগে স্ট্রোক হওয়ার পর থেকেই বাবা বিশেষ চলাফেরা করতে পারতেন না। তিনি লাঠি নিয়ে হাঁটতেন। তবে গত দু'মাস ধরেই তাঁর শরীর একেবারেই ভাল যাচ্ছিল না। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। তিনি আজ সকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমার বোন দিল্লি থেকে উনা আসার পর আজ সন্ধেবেলা বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।'

১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন চরণজিৎ। তিনি ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী ভারতীয় দলেরও সদস্য ছিলেন। এছাড়া ১৯৬২ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে রুপোজয়ী ভারতীয় দলেরও সদস্য ছিলেন চরণজিৎ।

অস্ট্রেলিয়ার ৪১ বছরের খরা কাটবে? ফাইনালে উঠে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বার্টি

বৃহস্পতিবার একপেশে লড়াইয়ে সেমিফাইনাল জিতলেন বার্টি। মাত্র ৬২ মিনিটের লড়াইয়ে ৬-১, ৬-৩ উড়িয়ে দিলেন আমেরিকার ম্যাডিসন কিসকে। গত ৪১ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতেননি সে দেশের কোনও খেলোয়াড়। সেই খরা কি এ বার মিটতে চলেছে? বৃহস্পতিবার মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে অ্যাশলে বার্টি উঠে যাওয়ার পর সেই সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে। তিনি শনিবার ফাইনাল খেলবেন ড্যানিয়েলা কলিন্সের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার একপেশে লড়াইয়ে সেমিফাইনাল জিতলেন বার্টি। মাত্র ৬২ মিনিটের লড়াইয়ে ৬-১, ৬-৩ গেমে উড়িয়ে দিলেন আমেরিকার ম্যাডিসন কিসকে। ১৯৮০-তে ওয়েন্ডি টার্নবুলের পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার কোনও মহিলা খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলেন। এখনও পর্যন্ত একটাও সেট হারাননি বার্টি। গোটা প্রতিযোগিতায় মাত্র এক বার তাঁকে ব্রেক করতে পেরেছেন বিপক্ষ খেলোয়াড়।

আমেরিকার আর এক খেলোয়াড় কলিন্সও সহজেই ফাইনালে উঠেছেন। সেমিফাইনালে ইগা শিয়নটেককে হারান ৬-৪, ৬-১ গেমে। গ্র্যান্ড স্ল্যামে এটাই এখনও সেরা ফল কলিন্সের। ফলে এ বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা সিঙ্গলস নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছে।

শেষ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কোনও অস্ট্রেলীয়র হাতে ওঠার ঘটনা ঘটেছে ১৯৭৮ সালে। জিতেছিলেন ক্রিস ও'নিল। এখন দেখার, ২০১৯-এর ফরাসি ওপেন এবং ২০২১-এর উইম্বলডন জয়ী বার্টি ফাইনাল জিততে পারেন কিনা।

CORRIGENDUM

In partial modification of the NIT vide No. 9(50)-AGRI/SARS/SSTL/Part-II/2021-22/8515-516 dated 24.12.2021, the last date of bid submission is extended upto 08/02/2022 due to some unavoidable reason. Other terms and condition will remain the same.

(Anil Debbarma)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar, Agartala.

ICA-C-3515/22

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref: Santirbazar P. S. GDE No- 13 dated :- 11-01-2022

পাশের ছবিটি শ্রী দিপান্নিতা চাকমা, স্বামী- শ্রী সাহেব দাস, আনুমানিক বয়স ৩০ বৎসর, সাং- উত্তর দেবীপুর, থানা- শান্তিরবাজার, জেলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রঙ- শ্যামলা, পরাছিল শীতের পোশাক। গত ০৮/০১/২০২২ইং সকাল আনুমানিক ১০টা সময় নিজ বাড়ি হইতে কাউকে কিছু না বলে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১। এস. পি (ডি . আই.বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বরঃ- ০৩৮২৩-২২২০৫২
৭৬২৮০০৭০৭৯

২। শান্তিরবাজার থানা ঃ- ফোন নম্বরঃ- ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

ICA-D-1696/22

Superintendent of Police
South Tripura District

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref: West Agartala Women PS GDE No- 11 dated :- 21-01-2022

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সন্ধ্যা দাস, স্বামী- মৃত ধনঞ্জয় দাস, প্রযত্নে গোপাল সাহা, সাং- ওয়েস্টার্ন ক্লাবের নিকট ইট ভাট্টা, থানা- পশ্চিম আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ৭০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রং- ফর্সা পরনে সুতির ছাপা শাড়ি। গত ২০/০১/২০২২ইং তারিখ আনুমানিক সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে নিজ বাড়ি থেকে কাউকে না বলে চলে যায়। আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেনি। প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন। উপরের উল্লেখিত মহিলার সম্বন্ধে কাহারও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানা- ০৩৮১-২৩৮-৫৪৫৪
৩। সি টি কন্ট্রোল নং- ০৩৮১-২৩৮-৫৭৮৪/১০০

ICA-D-1699/22

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

দুই পর্বে রঞ্জি ট্রফি আয়োজনের চিন্তাভাবনা করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে রঞ্জি ট্রফি স্থগিত করে দিয়েছিল বোর্ড। তবে প্রতিযোগিতা পুরোপুরি বাতিল করার রাস্তায় হাঁটতে রাজি নয় তারা। করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে রঞ্জি ট্রফি স্থগিত করে দিয়েছিল বোর্ড। প্রতিযোগিতা পুরোপুরি বাতিল করার রাস্তায় হাঁটতে রাজি নয় তারা। জানা গেল, দুই পর্বে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের ভাবনাচিন্তা করছে বোর্ড। ১৩ জানুয়ারি থেকে এ বারের রঞ্জি ট্রফি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার তৃতীয় প্রবাহ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিযোগিতা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত তা স্থগিত করে দিতে বাধ্য হয় বোর্ড। তবে বাংলা-সহ বেশিরভাগ রাজ্য সংস্থাই এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পক্ষে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 79/EE/DWS/DMN/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 15 -02 -2022** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 161/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,18,64,597.00	Rs. 1,18,646.00	60 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 162/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,10,90,418.00	Rs. 1,10,904.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 163/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,11,23,430.00	Rs. 1,11,234.00	120 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 164/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 84,75,137.00	Rs. 84,751.00	120 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 165/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 84,75,137.00	Rs. 84,751.00	120 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 166/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 82,76,610.00	Rs. 82,766.00	120 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 167/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 82,76,610.00	Rs. 82,766.00	120 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 168/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,11,52,618.00	Rs. 1,11,526.00	120 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 169/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,20,25,316.00	Rs. 1,20,253.00	120 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 170/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,19,73,069.00	Rs. 1,19,731.00	120 days	Appropriate Class
11	DNIe-T No: 171/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,19,63,093.00	Rs. 1,631,093.00	120 days	Appropriate Class
12	DNIe-T No: 172/SE/DWS/C/KGT/2021-22.	Rs. 1,19,20,067.00	Rs. 1,19,201.00	120 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 15-02 -2022 *up to 15.00 Hrs*
- Date and Time for Opening of BID: 15-02-2022 *at 16.00 Hrs*
- Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee : Rs. 2,500.00 each *(non refundable).*

All details are available in the ***https://tripuratenders.gov.in***
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/- Illegible
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-3502/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/THCB/PD-I1/2021-22

e-Tenders are invited by the Deputy Executive Officer (PD-II) on behalf of the **"Tripura Housing and Construction Board"** from registered Owner of vehicle having commercial license from Transport Department under Govt. of Tripura, including up to date Road Tax Clearance Certificate, up to date Insurance Clearance Certificate, Pollution Control Certificate, PTCC, PAN CARD including GST registration certificate in PWD Form no.8 (Eight) for the following work **up to 3.00 P.M.** on **08/02/2022:-**

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 02 /THCB/DEO(W)/ 2021-2022	₹ 3,69,840.00	₹3,698.00	12 (Twelve) months	Up to 15.00 Hrs on 08/02/2022	At 08/02/2022 Hrs on to 15:30	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No. 03 /THCB/DEO(W)/ 2021-2022							

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. **Submission of bids physically is not permitted.**

Bid Fee of Rs. 5,00.00 (Rupees five hundred) only for each work and **Earnest Money,** should be paid to the account of **"TRIPURA HOUSING AND CONSTRUCTION BOARD"** electronically over the Online Payment facility which is **Non-Refundable.**

For any enquiry, please contact by e-mail to **housingboard.tripura@gmail.com.**

Sd/-
Deputy Executive Officer (PD-II),
Tripura Housing and Construction Board,
Agartala, West Tripura

ICA-C-3508/22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ এর প্রতিবাদ কর্মসূচি রুখে দিয়ে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে ২৭ জানুয়ারি দিনটি সিটি সেন্টারের সামনে কালো দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। গত বছর এই দিনে সিটি সেন্টারের সামনে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন মঞ্চ ভেঙ্গে দিয়ে আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। সে কারণেই আজকের দিনটি তারা কালো দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

আগাম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ সিটি সেন্টারের সামনে তারা কালো দিবস পালন করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এমনকি পুলিশের বাধা অমান্য করে কালো দিবস পালন করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পুলিশের এ ধরনের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক শিক্ষিকারা। তারা দাবি জানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে টার্মিনেশন লেটার দিতে হবে অথবা তাদেরকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। এই ইস্যুতে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিযোগ করেছেন, এখনো পর্যন্ত ১২৩জন শিক্ষক শিক্ষিকা মৃত্যু বরণ করেছেন। রাজ্য সরকার আর কত শিক্ষক-শিক্ষিকার মৃত্যু মিছিল দেখতে চান সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা।

পুলিশ জানিয়েছে, কোভিড বিধি উল্লঙ্ঘন করে প্রকাশ্যে সভা কিংবা মিছিল করার অনুমতি নেই। তাই, আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

বটতলা মহাশ্মশান ঘাটের রাস্তা যানজট মুক্ত করতে বৈঠক পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বটতলা মহাশ্মশান ঘাটে যাওয়ার রাস্তাটি যানজট মুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে বৃহস্পতিবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মহা শ্মশান ঘাটে যাওয়ার রাস্তাটি যানজট মুক্ত করার পাশাপাশি সংস্কার করা হবে। এজন্য আগরতলা পুর নিগম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বৈঠকে পৌরহিত্য করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এই বৈঠকে এলাকার ৪টি ক্লাবের প্রতিনিধি, পুলিশ, পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স, ট্রাফিকের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনে কিভাবে রাস্তাটি যানজটমুক্ত করে সংস্কার করা যায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। প্রত্যেকে মহাশ্মশান ঘাটে যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ত্রিপুরাকে দেশের একটি আদর্শ ও সমৃদ্ধ মডেল রাজ্যে পরিণত করতে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে রাজ্য সরকার : রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরাকে দেশের একটি আদর্শ ও সমৃদ্ধ মডেল রাজ্যে পরিণত করতে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার নিয়ত, নীতি ও নিয়মকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে কাজ করছে। মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আজ আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে একথা বলেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, মুখ্যসচিব কুমার অলক, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে, রাজ্য সরকার ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণ।

৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসী ও সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্যপাল বলেন, দেশের সকল নাগরিকের জন্য ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য ভারত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বিভিন্ন বাহিনীর প্যারেড পরিদর্শন করেন ও রাষ্ট্রীয় অভিবাদন গ্রহণ করেন।

রাজ্যপাল বলেন, স্মার্ট সিটি মিশন-১০-এর অধীনে ভারত সরকার শহুরে পুনর্নবীকরণের জন্য নির্বাচিত সারা দেশের ১০০টি শহরের মধ্যে আগরতলাকে নির্বাচিত করেছে। লাইট হাউস প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবনী ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বহুতল ভবনে ১ হাজারটি সাশ্রয়ী, টেকসই ও উচ্চমানের ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনার অধীনে রাজ্যের ১০০ শতাংশ পরিবারের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

আসাম রাইফেলস মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে রাজ্যপালকে অভিবাদন জানান সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, আসাম রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভড পুলিশ ফোর্স, টিএসআর-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনী, পশ্চিম জেলার পুরুষ ও মহিলা আরক্ষা বাহিনী, ট্রাফিক পুলিশ, ফরেস্ট প্ল্যাটুন ও হোমগার্ড (পুরুষ) বাহিনীর জওয়ানগণ।

কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দেন টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর কমান্ডেন্ট পিনাকী সামন্ত। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য ত্রিপুরা পুলিশে কর্মজীবনে নিষ্ঠা, সততা ও পারদর্শিতার জন্য ২০২০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে যে সমস্ত পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ 'পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস" পদকে ভূষিত হয়েছিলেন তাদের হাতে পদক তুলে দেন। ২০২০ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসে 'পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস" ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে গোটা প্রশাসন, অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে রাজ্য জুড়ে চলা অপরাধ, দুর্নীতি থেকে শুরু করে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে, এমন সমস্ত নিয়ে চর্চা করেন ৭৮ জন রাজ্য সদস্য। বৈঠকে দাবি উঠেছে, সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতির তদন্ত করার। বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদেরও তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজ্যে চলছে সমস্ত সরকারি দপ্তরে সীমাহীন দুর্নীতি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, গ্রামোন্নয়ন, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে সর্বত্র। বলা যায়, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে গোটা প্রশাসন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বিজেপি'র 'ভিসন ডকুমেন্ট'-র প্রতিশ্রুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের প্রদেশ মুখপাত্র কিংবা নেতানেত্রীরা যেভাবে একেকজন একেরকম তথ্য দিচ্ছেন, তাতে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। কোথাও মুখ্যমন্ত্রী বলছেন প্রতিশ্রুতির দ্বিগুণ কাজ হয়ে গেছে, আরেক মন্ত্রী বলছেন-৯০ শতাংশ কাজ হয়েছে, কেউ বলছেন৮৭ শতাংশ কাজ হয়েছে, আবার সবশেষে ক'দিন আগেই আরেকজন বললেন৮০ শতাংশ কাজ হয়েছে। আসলে তারা ঠিকই বলছেন।

কারণ প্রতিশ্রুতি পূরণের গ্রাফ তো নিচের দিকেই নামছে। এভাবে একটা সময় জিরোতে নামবে। আর সবশেষে তা একেবারে 'মাইনাস'-এ গিয়ে থামবে। জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, একদিকে 'নেশামুক্ত রাজ্যের' কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে নেশায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে সিপিআইএম ঃ তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বর্তমান সরকার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে সরকার পরিচালনা করছে। জনগণ তা স্বচক্ষে দেখছে। তাই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে সিপিআইএম। বৃহস্পতিবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ কথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে বহু কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। আর এখন যখন বর্তমান সরকার কাজ করছে তখন তারা ভয় পাচ্ছে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে। বর্তমান সরকার সঠিক চাকরি পদ্ধতি অবলম্বন করে বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি প্রদান করছে। টিএসআর সহ কোন চাকুরি নিয়ে যদি কোনো ধরনের অভিযোগ কারোর থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে মামলা দায়ের করতে পারে। অযথা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রচার যাতে না করা হয় তার জন্য আহ্বান জানান সুশান্ত চৌধুরী।

সুশান্ত চৌধুরী অভিযোগ করেন, সিপিআইএম এখন দেউলিয়া হয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। নেশা নিয়ে তারা মিথ্যা অপবাদ তুলছে। নেশার বিরুদ্ধে সিপিআইএম কোন পদক্ষেপ নেয়নি দীর্ঘ ২৫ বছরে। পেশায় যুব সমাজকে ডুবিয়ে দিয়েছে তারা। বর্তমান সরকার নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই এখন তারা এ ধরনের অপপ্রচার করছে। তাদের এই ধরনের মানসিকতার তীব্র নিন্দা জানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএনজি সরবরাহ নেই বিক্ষোভ যান চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। মোহনপুরে টিএনজিসিএলের একটি গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি আটক করে দিনভর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এলাকার যানবাহনের চালকরা। স্থানীয় যানবাহনের চালকরা অভিযোগ করেন, প্রায় কুড়ি দিন ধরে ওই এলাকায় সিএনজি সরবরাহ করা হচ্ছে না। তাতে ওই এলাকার যানবাহনের চালকরা সিএনজির অভাবে যানবাহন চালাতে পারছেন না। তাতে তারা আর্থিক দিক দিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সে কারণেই সিএনজি সিলিন্ডার বোঝাই দুটি গাড়ি যাবার সময় স্থানীয় যানবাহনের চালকরা মোহনপুর এলাকায় গাড়ি দুটি আটক করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবিলম্বে এলাকায় সিএনজি সরবরাহ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

২১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার বিশ্রামগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জানুয়ারি।। বহিঃরাজ্যে পাচার করার সময় বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে আটক হয় ২১৫ কেজি শুকনো গাঁজা। আটক করা হয় ১২ চাকার লরি সহ চালককে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় পিবি১৩ ইউ ৯৮৪৩ নম্বরের একটি ১২ চাকার লরি উদয় পুর থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ লরিটিকে আটক করে তল্লাসী চালিয়ে গাড়ির কেবিনের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের বার খোলাকে কেন্দ্র করে সড়ক অবরোধ ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। মদের বার খোলাকে কেন্দ্র করে সড়ক অবরোধে স্থানীয়রা। উত্তর জেলার ধর্মনগর ভাগ্যপুর শ্রীপল্লি রোড এলাকায় মদের সরকারি লাইসেন্স পেয়ে বার খোলার জন্য দালান বাড়িও তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু এলাকাবাসীরা এলাকায় মদের বার হবে তা কোন ভাবে মেনে নিতে পারছেন না। এই ইস্যুতে ধর্মনগর - কদমতলা সড়ক অবরোধ করেন এলাকার জনগণ।

অভিযোগ, বারের মালিক এলাকার এক পরিবারের সদস্যদের উপর দলবল নিয়ে চড়াও হয়েছেন। তাছাড়া গালিগালাজ এবং আক্রমনেরও চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বারের মালিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানোর পরেও থানায় মামলা নথিভুক্ত হয়নি। মূলত সেই কারনেই সড়ক অবরোধ বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।

অগ্নিকান্ডে অল্পেতে রক্ষা দোকানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার সকালে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকার বেশ কিছু দোকানপাট। জানা গেছে, হঠাৎ একটি দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে দোকানের মালিককে খবর দেন পার্শবর্তী দোকানের ব্যবসায়ীরা। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

রাজধানীর পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে একটি ফ্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশ্য দোকানের অন্য কোনো জিনিসপত্র আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তার আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। দোকানের মালিক গৌতম ঘোষ জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দিনের বেলায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় এবং মানুষের নজরে আসায় এলাকাটি অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উদয়পুরে সহস্রাধিক পরিযায়ী পাখিকে মারল শিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ জানুয়ারি।। মাংসাশী প্রাণীর কুনজরে মৃত্যু হলো প্রায় দেড় হাজার বহি:বিশ্ব থেকে আগত পরিযায়ী পাখি। বিগত প্রায় আট দশ বৎসর ধরে উদয়পুর মহকুমা খিলপাড়া সুখসাগর জলাতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে আগত সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে থাকে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় গত মঙ্গলবার কোন এক সময়ে ঘাতক চোরা শিকারীর দল সুরসাগর জলাশয়ের বিস্তীর্ন জমিতে ধানের সাথে বিষাক্ত কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ফেলে রাখে । পরবর্তী সময়ে ঐ পরিযায়ী পাখির দল একসাথে এসে ঐ রাসায়নিক পদার্থ ও বিষাক্ত ধান খেয়ে বিস্তীর্ন জমিতে মৃত অবস্থায় পরে থাকতে দেখাযায়। স্থানীয় এলাকাবাসী এই ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ভিন রাজ্যের কিছু পরিযায়ী শ্রমিকদের কুনজরে পরে মৃত্যু হলো ভিন দেশ থেকে আগত এই পরিযায়ী পাখিদের। এই ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা বস্তাবন্দি করে এই মৃত পরিযায়ী পাখিদর নিয়ে যায় খাওয়ার জন্য । শুধু তাই নয় স্থানীয় এলাকাবাসীদের মধ্যেও অনেকে দশ বারোটা করে মৃত পরিযায়ী পাখি নিয়ে রান্না করে খেয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এত বড় একটি ঘটনা সংঘটিত হলেও পরিবেশ দপ্তর ও বন দপ্তরের কোন কর্তা বাবুদের হদিশ মেলেনি এই সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের জন্য ।

প্রতি বৎসর দিঘির শহর ও সরোবর নগরী বলে পরিচিত উদয়পুর শহরের বুকে অবস্থিত জগন্নাথ দিঘি, মহাদেব দিঘিও ধনী সাগরের হাজারে হাজারে বালি হাসপাতালে প্রজাতির সাইবেরিয়ান পাখির আগমনে শহরের সৌন্দর্যায়নে এক আলাদা পালক সংযোজিত করলেও, এই বৎসর জগন্নাথ দিঘির ব্যাপক সংস্কারের জন্য সাইবেরিয়ান পাখি তথা বালি হাঁসের দেখা পাওয়া যায় নি ।মৃত পাখি গুলিও সাইবেরিয়ান বালি হাঁস প্রজাতির বলে পাখি প্রমীলা অভিমত ব্যক্ত করেন। এই পরিযায়ী পাখির মৃত্যুর সাথে জড়িত ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ নিয়ে মারধর, দোকান ভাঙচুর, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ জানুয়ারি।। বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর সুকান্ত মার্কেট এলাকার বাসিন্দা রেশম মিয়ার বাড়িতে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। ওই অনুষ্ঠানে রেশম মিয়া কাদের নেমন্তন্ন করেছে তা এলাকার নব্য নেতা ইয়াসিন মিয়াকে জানাননি। তার জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় হানিফ মিয়ার দর্জির দোকানে রেশম মিয়াকে পেয়ে গালিগালাজ শুরু করে ইয়াসিন মিয়া। অভিযোগ ইয়াসিন মিয়া তার দলবল নিয়ে আক্রমণ চালায় হানিফ মিয়ার দর্জির দোকানে।

ঘটনার খবর পেয়ে সুকান্ত মার্কেট কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়া ঘটনাস্থলে গিয়ে আক্রমণকারীদের আটকাতে গেলে মঙ্গল মিয়াকে বেধড়ক মারধর করে ইয়াসিন মিয়া এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা। ঘটনার খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত বাজার কমিটির সভাপতি মঙ্গল মিয়াকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় হাসপাতালে। থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। বুধবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সকালে বিধানসভা ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। মহাকরণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। গান্ধীঘাটে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে জাতিরজনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি লিচুবাগানস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সকালে সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পতাকা উত্তোলনের পর বিধানসভা ভবন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীচক্রবর্তী সমবেত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী প্রজাত দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারির এই দিনে দেশের সংবিধান কার্যকর হয়। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তার সুরক্ষা কবজ সবকিছু সংবিধানে উল্লেখিত আছে। তিনি বলেন, শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সমস্ত মানুষের অধিকারগুলি সুরক্ষিত হয়। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিক সহ সাধারণ কর্মীদের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে ন্যস্ত দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে সময়ের মধ্যে পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিধানসভার রতন চক্রবর্তী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অধ্যক্ষ আত্মবলিদানকারী জানা অজানা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে ত্রিপুরা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সমস্ত দিক থেকে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিধানসভার সচিব বিষ্ণুপদ কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব সুবিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ দেশের সংবিধান ও সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীনতা পেলেও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি ছিলো না। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর দেশের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়েছিলো। তাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের রাজ্যে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু, কৃষকদের আয় দ্বিগুণের লক্ষ্যে সচেষ্ট সরকার ঃ তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় নতুন বছরে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। আজ জিরানিয়া মহকুমার মাধববাড়ীস্থিত আন্তঃ রাজ্য ট্রাক টার্মিনাসে জিরানিয়া মহকুমার অধীন বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের সূচনা করেন মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সেখানে উপস্থিত কৃষকদের সম্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের কৃষকদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সর্বদাই সহানুভূতিশীল। তাঁর নির্দেশেই কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, কৃষকরা খোলাবাজারে ধান বিক্রি করার বদলে সরকারী ধান ক্রয় কেন্দ্রে অধিক মূল্য পান। শুধুমাত্র কৃষকরাদেরই এই সুবিধা দিতে সচেষ্ট রয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

তিনি বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে এবছরও ধান ক্রয় করছে এফসিআই। তা ত্রিপুরার ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ মাধববাড়ীস্থিত আন্তঃ রাজ্য ট্রাক টার্মিনাসে এফসি.আই-র উদ্যোগে জিরানিয়া মহকুমার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে।

তাঁর দাবি, ধানের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহ বেড়েছে। ফলে, ফলনও বেড়েছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরায় কয়েক লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। তাতে, ত্রিপুরা সরকারের আর্থিক বোঝা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তিনি বলেন, অতীতে ত্রিপুরায় এমএসপি-র মাধ্যমে ধান কেনার কোনও বন্দোবস্তই ছিল না। ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হতেন। বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার তা শুরু করেছে।

তিনি জানান, ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা দরে ধান ক্রয় করছে। এবছর ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমরা আশা করছি এবছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। তিনি রাজ্যের কৃষকবন্ধুদের কাছে অনুরোধ করে বলেন, নিকটবর্তী কৃষি বিভাগ বা মহকুমাশাসকের দফতরে ধান বিক্রয় করুন এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ করুন। সব কৃষক সরকারি সহায়ক মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বিক্রি করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

এদিকে, সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে কৃষকদের কোনোভাবেই হয়রানির শিকার না হতে হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ প্রদান করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।